সংখ্যাঃ ১৩

বন্ধন

শারদীয় সংকলন ২০২৩

Bangali Society for Puja & Culture Inc. (BSPCI) WA, Australia

BLUE RIVER
FINANCIAL SERVICES

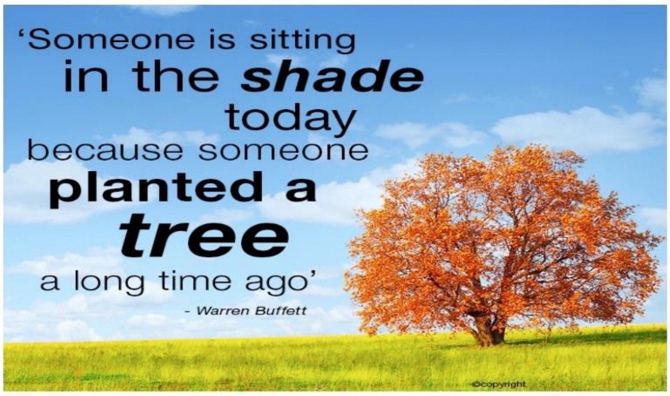

Wahid Khan
Senior Financial Planner.
Mobile: 0433 221 832
Wahid.khan@blueriverfinancial.com.au
Corporate Authorized Representative of MFP Solutions Pty Ltd |AFSL 539406| AR 328412/CRN 390251

Our Services :

1. ***Home Loan & Investment loan with Best Rate***
2. ***Building Superannuation Assets.***
3. ***A Retirement Plan tailored to your goals and objectives.***

TAX PRACTITIONERS BOARD REGISTERED

Tax (financial) adviser 25064890

BLUE RIVER
FINANCIAL SERVICES

Ferdinand Jap:
Senior Finance Manager
Mobile: 0413 262 523
Email: ferdinand@blueriverfinancial.com.au

Important Information
The information contained in this may be confidential. You should only read, disclose, re-transmit, copy, distribute or act in reliance on the information if you are authorised to do so. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and then destroy any electronic or paper copy of this . MFP Solutions Pty Ltd does not represent, warrant or guarantee that the integrity of this communication has been maintained, nor that the communication is free of errors, virus or interference. Any attached documents maybe subject to copyright. No part of it should be reproduced without the consent of the copyright owner.
GENERAL ADVICE & DISCLAIMER: Any recommendation or advice contained in this email is not intended to be financial advice and is for general information only. Readers should only act on information after having received professional advice appropriate to their personal circumstances.

Ausbangla Enterprise

OPEN 7 DAYS
9:30am - 8:00pm
Thursday
9:30am - 8:30pm

AUSBANGLA ENTERPRISE
(INDIAN GOURMET CANNINGTON)

Cannington Butchers
Fresh Fruits & Vegetables

Shop 4/ 1468 Albany Hwy
CANNINGTON - 9356 3746
ausbanglaenterprise@yahoo.com.au
ausbanglaenterprise.com.au

বন্ধন

BANDHAN

সংকলন ২০২৩, ত্রয়োদশ সংখ্যা
Magazine 2023, Issue 13
আশ্বিন ১৪৩০,
October 2023

বন্ধন পরিষদ

পান্না বড়ুয়া
সৌমিত্র শীল
গৌতম শর্মা
প্রভাত রায়

Bandhan Committee

Panna Barua
Saumitra Seal
Goutam Sharma
Provat Roy

প্রচ্ছদ
প্রভাত রায়

Cover Design
Provat Roy

অক্ষর বিন্যাস
প্রভাত রায়

Page Makeup
Provat Roy

সম্পাদনা
সৌমিত্র শীল

Editor
Saumitra Seal

প্রকাশক:
বাঙালি সোসাইটি ফর পূজা এন্ড কালচার, অস্ট্রেলিয়া।

Publisher:
The Bangali Society for Puja and Culture (BSPC) Inc.
WA, Australia.

বিঃদ্রঃ লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নয়।

:: সম্পাদকীয় ::

শারদোৎসব ফিরে এলো আবারো আমাদের মাঝে। যুগ যুগ ধরে ফিবছর ত্রিনয়নীর কৈলাশ থেকে ধরাধামে আসার যে রীতি, এবছরও এর ব্যতিক্রম নয়। দেবকূলের সমগ্র তেজস্মিতা নিয়ে এই পৃথিবীতে উপস্থিত হন আমাদের কল্যানে, দুর্গতিনাশিনী দূর্গা মা। আর তাঁর আগমনের উল্লাসে উদ্ভাসিত হয় এই মানবকূল। বাঙালির চিরন্তন, অনাদিকালের এই উৎসবে আমাদের সম্পৃক্ত করে।

ইদানিংকালে শারদোৎসব শুধু পুজোতে সীমাবদ্ধ নয়, মাসেরও আগে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার চর্চাভূমিতে পরিণত হয় এই চরাচর। শিল্পীদের নুতন রকমারি গানের মালা, লিখিয়েদের গল্প-কথামালার ডালা নিয়ে প্রকাশক-প্রযোজকরা হাজির হউন এই মহার্ঘক্ষণে। পুজোর গান, শারদীয় সংখ্যা ম্যাগাজিন সংগ্রহ করার পরে যায় ধুম। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার পার্থ্ও কম যায় কিসে। এই বাৎসরিক বন্ধন প্রকাশনার প্রয়াস তারই সূত্র ধরে আজ ১৩ বছরে পা দিলো। ধন্যবাদ জানাই যাঁরা লেখা, অঙ্কন, কারুকাজ এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে এই প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন আর পর্দার পেছনে থেকে যাঁরা এর রসদ জুগিয়েছেন।

জাগতিক মায়ার কারণে অশুভর সম্পূর্ণ বিনাশ যেমন হয়না তেমনি শুভ বুদ্ধিরও বিলুপ্তি নেই। এরই দোলাচলে অগ্রসর হয় আমাদের জীবন, সমাজ ও প্রকৃতি। বুদ্ধ, কনফুসিয়াস, খ্রিস্ট, মোহাম্মদ থেকে শুরু করে ইদানিং কালের রামকৃষ্ণ - এঁরা অবতীর্ণ হয়ে এই সমাজকে জাগ্রত করে যান, পথ প্রদর্শনের ভূমিকা নেন।

এবেলায় বিশালাক্ষ্মীর পাদপদ্মে এই প্রার্থনা যে, তাঁর অব্যর্থ ত্রিশূলে চূর্ণ হউক আমাদের স্বার্থ, মান, অহং রূপের অসুরবৃত্তি আর হরেক পাশবিক প্রবৃত্তির দৈন্য।

”জয় মা দূর্গা”॥

- ডাঃ সৌমিত্র শীল, সম্পাদক

-----○-----

:: Editorial ::

Celebration of Durga puja, ‘Sharadio utshob’ is back again with us. As routine ritual of returning of mother Durga back to earth from Kailash, is no exception this year. Holley mother Durga who holds the cumulative power of divine god landing on us for our own welfare. Human being rejoices to welcome her. This ancient celebration saturates Bengalis mind & sole, as a whole.

Of late Durga puja is not confined to worship alone, this celebration also culminated to expression of cultural excellence amongst devotees. Publishes & producers bring up their new album by renowned singers, new poems, stories, novels by poets & authors during this auspicious time. Many of us collect new musical albums by famous singers or special edition of puja magazine. Western Australia’s capital Perth is also not staying behind. This is the 13th anniversary of publication of ‘Bandhan’, a special edition as part of celebration of Durga puja. Special gratitude goes to contributors- writers, artists & who has financially assisted us with commercials. Thanks to personnel and devotees who worked from background as a backbone of this publication.

As earth’s rule we have divine & evils on us. Despite progress of life, society & nature goes on within. Buddha, Confucius, Christ, Mohammed to recent arrival of Ramakrishna revives our society through their enlightenment.

Finally, we pray to ma Durga, her infallible trident slits through demon within us- our misery of selfishness & egos.

‘Joy ma Durga’.

- Dr Saumitra Seal, Editor

Bangali Society for Puja and Culture Inc. (BSPCI), WA
Executive Committee 2023-2024

President	: Prabir Sarker
Vice-President	: Goutam Sharma
General Secretary	: Sharmistha Saha
Assist General Secretary	: Alokesh Pramanik
Treasurer	: Bappi Roy
Publication & Promotion Secretary	: Saumitra Seal
Assist. Publication & Promotion Secretary	: Panna Barua Liza
Cultural Secretary	: Aspari Chanda
Assist. Cultural Secretary	: Prama Mazumder
Religious Secretary	: Lovely Debnath
Assistant Religious Secretary	: Mitul Das
General Member	: Partha Sarathi Deb
Advisory Members	: Jahar Chowdhury
	: Anu Sharma
	: Sraboni Seal

সূচীপত্র

১. দূর্গা পুজোর নবপত্রিকা - অমর নাথ চক্রবর্তী পৃষ্ঠা ২
২. নীরব গ্রীষ্ম - আজিজ ইসলাম পৃষ্ঠা ২
৩. খামোশ - বিশ্বজিৎ বসু পৃষ্ঠা ৩
৪. দাম্পত্যে - বুলু রানী ঘোষ পৃষ্ঠা ৬
৫. শৈশব যেন রহস্যময় রুপকথা - রাশিদুল হাসান পৃষ্ঠা ৬
৬. Drawing by: Alina Ghosh পৃষ্ঠা ৭
৭. Drawing by: Minakshi পৃষ্ঠা ৭
৮. Drawing by: Bankim Shikari পৃষ্ঠা ৭, ৮
৯. Drawing by: Ved পৃষ্ঠা ৮, ৯
১০. Drawing by: Dipannita Saha Troyee পৃষ্ঠা ৮
১১. Drawing by: Drik Saha পৃষ্ঠা ৯
১২. Drawing by: Mohiny Roy পৃষ্ঠা ৯
১৩. Drawing by: Panna Barua Liza পৃষ্ঠা ৯
১৪. Drawing by: Sreyoshi Sen (Mohor) পৃষ্ঠা ৯
১৫. Drawing by: Priyasha Barua Laura পৃষ্ঠা ১০
১৬. Drawing by: Ruwan Barua Dibbo পৃষ্ঠা ১০
১৭. Drawing by: Shuvrodip পৃষ্ঠা ১০
১৮. কি হবে লিখে আবার - রাশিদুল হাসান পৃষ্ঠা ১১
১৯. প্রার্থনারত হাত - শুভংকর বিশ্বাস পৃষ্ঠা ১১
২০. অপেক্ষা - হাফিজুল ইসলাম পৃষ্ঠা ১২
২১. স্মৃতি - হাফিজুল ইসলাম পৃষ্ঠা ১২
২২. আমার আমি - হৈমন্তী ফৌজদার পৃষ্ঠা ১৩
২৩. Mahishashur Badh – Sharmistha Saha পৃষ্ঠা ১৩
২৪. Leviathan - Prithul Bisshay Bose পৃষ্ঠা ১৫
২৫. Kindness - Alina Ghosh পৃষ্ঠা ১৬
২৬. The Goal To Reach - Avrodweep Das পৃষ্ঠা ১৬
২৭. Travel - Bankim Shikari পৃষ্ঠা ১৭
২৮. Mysterious Doors - Bella Paul পৃষ্ঠা ১৭
২৯. Rabindranath Tagore - Joyoti Sarker পৃষ্ঠা ১৮
৩০. Outside the woods - Hridi Das পৃষ্ঠা ১৯
৩১. The Beauty of Bangladesh - Promiti Sarker পৃষ্ঠা ১৯
৩২. The Treasure Box Mystery - Ruwan Barua Dibbo পৃষ্ঠা ১৯
৩৩. The Equation 111 - Shayan Dash পৃষ্ঠা ২০
৩৪. The Lessons I Learnt - Sreyoshi Sen (Mohor) পৃষ্ঠা ২২
৩৫. BSPCI Events' Photographs পৃষ্ঠা ২৩-২৫
৩৬. Drawing by: Prithul Bisshay Bose পৃষ্ঠা ২৬
৩৭. Shark Learns A Lesson - Rayan Dash পৃষ্ঠা ২৬
৩৮. Drawing by: Shuvraneel Mandal পৃষ্ঠা ২৬

দূর্গা পুজোর নবপত্রিকা

- অমরনাথ চক্রবর্তী

এই ধরাধামের সব কিছুতেই আমাদের আরাধ্য দেব-দেবতাদের তথা ঈশ্বর এর অবস্থান। ঈশ্বর এর বিভিন্ন রূপই আমাদের উপাস্য দেব-দেবীগণ।

আমাদের এই বিশ্ব নানা প্রকারের গাছপালা, লতা গুল্ম ও বিভিন্ন প্রাণিকুল নিয়েই গঠিত। বিজ্ঞানের কথায় গাছপালা ও তাদের লতাপাতা স্বজীব এবং তাদের সবারই প্রাণ আছ। বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসু, তার তত্ত্বের মাধ্যমে এটা প্রমান করেছেন। কাজেই বিভিন্ন প্রকার গাছপালা ও তাদের লতাপাতাতেও ঈশ্বর তথা দেব-দেবীর অবস্থান। ফলে, নবপত্রিকা তথা নয় (৯) প্রকার গাছের সমন্বয় দূর্গা পুজোতে ব্যবহার হয়ে থাকে।

মানুষের মতো এই গাছপালাও সূর্যোদয় এর সাথে উত্থান করে এবং ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে। সূর্য দেবতাও আমাদের ঈশ্বর। আর এই সূর্যের আলোতেই তরুলতার জীবন। সুতরাং আমরা বলতে পারি আমরা সহ সবকিছুই ঈশ্বর এরই অংশ। সেই ধারণাতেই আমরা নব পত্রিকার পুজো করি। নবপত্রিকাকে নবদুর্গা, নবলক্ষী এবং নবচন্ডি ও বলা হয়।

এই নবপত্রিকা বা নয় প্রকার গাছ হলো (১) ধান গাছ, (২) মানকচু গাছ, (৩) কলা গাছ, (৪) কাল কচু গাছ, (৫) হলুদ গাছ, (৬) ডালিম ফুলের গাছ (৭) জয়ন্তী ফুলের গাছ, (৮) ডাল সহ যুগ্ম বেল এবং (৯) সাদা অপরাজিতা ফুলের লতা। এদের বর্ণনা হলো:

প্রথম - ধান গাছ: ধান্য অধিষ্টাত্রী দূর্গা বা লক্ষী।

দ্বিতীয় - মানকচু গাছ : মানকা অধিষ্টাত্রী দেবী।

তৃতীয় - কলা গাছ : কদলী অধিষ্টাত্রী দেবী।

চতুর্থ - কাল কচু গাছ : কচ্চা অধিষ্টাত্রী দেবী।

পঞ্চম - হলুদ গাছ : হরিদ্রা অধিষ্টাত্রী দেবী।

ষষ্ঠ - ডালিম ফুলের গাছ : সুফল অধিষ্টাত্রী দেবী।

সপ্তম - জয়ন্তী ফুলের গাছ : সুগন্ধি যুক্ত ফুল গণ্যে দেবীর পছন্দীয় অবস্থান।

অষ্টম - ডাল সহ যুগ্ম বেল : বিল্লোবৃক্ষ ও সুফল, দেবী দুর্গার ও শিবের আবাসস্থল শ্রীফল পত্র বা পাতা।

নবম - সাদা অপরাজিতা ফুলের লতা : দেখতে শোভা ও ভেষজ উদ্ভিদ-ঔষধি (অতীব প্রয়োজনীয়)।

উপরোক্ত নয় (৯) প্রকার গাছের সমন্বয়ে গঠিত এই নবপত্রিকা দূর্গা। এই নবপত্রিকা দূর্গা পুজোর সময়ে সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি যুক্ত পবিত্র জল দ্বারা পরিশোধিত করে পুজোয় বসার আগে স্নান করান হয়। পরে দ্বিতীয় বার মহাস্নানের মন্ত্রদ্বারা মহাস্নান করিয়ে পরিষ্কার লালপেড়ে শাড়ি পড়িয়া বৌ আকৃতি করে প্রতিমাস্থ দেবতাগণের বামদিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। যাকে আমরা গণেশের বৌ বা কলাবৌ বলে ভুল করি। এই নবপত্রিকার সামনে ঘটে স্থাপন করা হয় বিভিন্ন পুরাণোক্ত মন্ত্র দ্বারা। সবার আগে গণেশ সহ প্রতিষ্ঠিত নবপত্রিকার পুজো করা হয়। দেবী দুর্গার ভোগ নিবেদনের সময় শিবদুর্গার দুটি ভোগ ও অপর পাত্রে নবপত্রিকার নয়টি ভোগ নিবেদন করা হয়। এইভাবে দুর্গাপুজোর চারদিন ব্যাপী সপ্তমী থেকে দেবী দূর্গার সাথে নবপত্রিকাকে ও ভোগ নিবেদন করা হয়।

ঈশ্বরের সৃষ্ট এই জীব জগতের কেবল প্রাণীই নয় - প্রকৃতি ও উদ্ভিদের যে অসাম্মান্য অবদান রয়েছে এই পৃথিবীতে তা প্রমান করার জন্যই আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দূর্গা পুজোতেও নবপত্রিকার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এদেরকে স্থাপন করে পুজো করার মাধ্যমে।

সবাই কে শারদীয়া দূর্গা পুজোর শুভেচ্ছা।

নীরব গ্রীষ্ম

-আজিজ ইসলাম

আমেরিকান সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখক Rachel Carson ১৯৬২ সালে Silent Spring নামে একটি বই প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী পরস্পর নির্ভরশীল এবং মানব কল্যাণে পরিবেশের ভূমিকা অসামান্য। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার পরিবেশকে দুষিত ও বিষাক্ত করে। আমেরিকায় যে হারে কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অচিরেই পরিবেশই শুধু দূষিত হবে না, রাসায়নিক দ্রব্যের বিষক্রিয়ায় কীটপতঙ্গ ও কীটপতঙ্গ-সেবী পাখিকুলও ধ্বংস হবে। বসন্তকালে আর পাখির গান শোনা যাবে না – Silent Spring বা নীরব বসন্ত নামের বইতে কারসন এটাই বলতে চেয়েছেন।

বই প্রকাশের দুই বছরের মধ্যে কারসন মহাপ্রয়াণ করেন, কিন্তু তাঁর বইএর বার্তা তরুণ আমেরিকাবাসীদের হৃদয় স্পর্শ করে এবং শুরু হয় পরিবেশ আন্দোলন। পরিবেশ আন্দোলনের সূত্রপাত নিঃসন্দেহে একটি শুভলক্ষণ ছিল, কিন্তু আজ পৃথিবীব্যাপি তা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তা ক্রমশই দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি বৈ হ্রাস করছে না। তরুণ প্রজন্মের স্বল্প-বুদ্ধি অতি-অস্থির সক্রিয় বৃহদাংশের পরিবেশ রক্ষার নামে পৃথিবী ধ্বংশ করতেও দ্বিধা নেই। দুঃখের বিষয় হলো তাদেরকে প্ররোচিত করার পিছনে অতি শক্তিশালী মহলের কারসাজি আছে। যাহোক, সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

কারসনের বক্তব্য আমার কাছে কিছুটা অতিরঞ্জিত মনে হয়েছে। বলা বাহুল্য, আমেরিকায় বসন্ত নীরব হয়নি। এটাকে প্রসঙ্গ করার কারণ হলো, পার্থে আমাদের গ্রীষ্মকাল আমাদের অজ্ঞাতে কখন যে নীরব হয়ে গেছে সে বিষয়ে আমাদের রহস্যজনক অজ্ঞতা ও নীরবতা। এখানে পাখি গান গাওয়া বন্ধ করে নি, কিন্তু গ্রীষ্মকালে সিকাডা (Cicada) ঝিঁঝি পোকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ডাক গত কয়েক বছর ধরে আর শোনা যাচ্ছে না। কারণ?.... কৃষি বিভাগ ফ্রুট ফ্লাই ধ্বংশের ওষুধ ছড়িয়েছে। আমার গাছের আপেল, নাশপাতি, প্লাম এখনও আমার ভাগ্যে জোটে না, তা এখনও ফ্রুট ফ্লাই এর নৈবেদ্য, কিন্তু সিকাডা ঝিঁঝি পোকার গ্রীষ্মকালীন গান আর শোনা যায় না। উপরন্তু, এখন ঝিঁঝি পোকার গান নিয়ে রোমান্তিকতার সময় কোথায়? যান্ত্রিক সভ্যতার নাগরিক জীবনে সহস্র যান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তার পরও রয়েছে টেলিভিশন, কম্পিউটার আর অগণিত

গেমস্ আর ডিজিটাল আমোদপ্রমোদের সামগ্রী। ঝিঁঝিঁ পোকার গান নিয়ে কাব্য করার কি প্রয়োজন?

কিন্তু ঝিঁঝিঁ পোকা নিয়ে কবিতা লিখেছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক চার্লস্ ডিকেন্স – *Cricket on the Hearth*. Cricket ও Cicada দুই জাতের ঝিঁঝিঁ পোকা। Cricket ঝিঁঝিঁ পোকাই সংখ্যাগরিষ্ঠ – প্রায় ২৪ হাজার প্রজাতি – Cicada ঝিঁঝিঁ পোকার প্রায় ১৫০০ প্রজাতি। আমাদের আলোচনা Cricket ঝিঁঝিঁ পোকা নিয়ে নয়, Cicada ঝিঁঝিঁ পোকা নিয়ে, যদ্যপি উভয় জাতের ঝিঁঝিঁ পোকাই বিভিন্ন দেশ ও জাতির উপকথা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও কুসংস্কারে উল্লেখ পেয়েছে এবং উভয় জাতের বাসই উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে। প্রতি প্রজাতির গানের সুর তাল ভঙ্গি ও গায়কী ভিন্ন। বলা হয় যে দিনের উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে উভয় জাতের ঝিঁঝিঁ পোকারই কণ্ঠস্বরের উচ্চতাও বৃদ্ধি পায়।

গানের দেশ ধানের দেশ বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গে ঝিঁঝিঁ পোকার উপর কবিতা, গান বা ছড়া নেই তা ভাবা অস্বাভাবিক – আমাদের অজ্ঞতা অনস্তিত্বের প্রমাণ নয়। গোয়ালন্দ অঞ্চলে সিকাডা ঝিঁঝিঁ পোকার একটি জনপ্রিয় লোককাহিনী আছে যেটা এখন অবলুপ্তির পথে। চৈত্র মাসে উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সিকাডা ঝিঁঝিঁ পোকার বিশিষ্ট বিরতিহীন সুরের গান বিশিষ্ট এক মৌসুমি আবহাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে। ছোটবেলায় আমরা বলতাম ঝিঁঝিঁবুড়ি চরকায় সুতা কাটছে নাতজামাইএর জন্য গামছা বুনবে বলে।

ঝিঁঝিঁবুড়ি তার অতি আদরের নাতনী ভানুমতির বিয়ে দেয় অনেক জাঁকজমক করে কিন্তু অনেক উপহার-যৌতুক দেয়া সত্ত্বেও জামাই সন্তুষ্ট হয় না কারণ, তাকে গামছা উপহার দেয়া হয় নাই। শোনামাত্রই ভানুর পিতা চললো হাটের পথে গামছা কিনতে, আর ভানুর দাদী বসলো চরকায় সুতা কাটতে, নাতজামাইএর জন্য গামছা বুনবে বলে।

কাহিনীটি একটি শোকগাথা। অকস্মাৎ অবর্ণিত কারণে নাতজামাইএর মৃত্যু হয়, এবং খবর পেয়ে ভানুর দাদী অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, পড়লো আর জাগলো না, বছর পেড়িয়ে গেল, আবার চৈত্র এলো.........

বছর গেল ফাগুন শেষে চৈত্র এলো ফের
জাগলো বুড়ি চোখ দুটি তার বক্ষে আকাশের
আনমনে সে চললো বুনে গামছা আজব বৃথা
কড় কড় কড় চরকা দিয়ে জানিয়ে মনের ব্যথা।
....
প্রতি বছর চৈত্রের আগমনে ঝিঁঝিঁবুড়ি নতুন করে জেগে উঠে আর চরকায়
সুতা কেটে তার মনের ব্যথা জানায়।
কচি রাঙ্গা গাবের পাতা জাগে শাখার পরে
ভানুর দাদীর নাতজামাইএর মন-তুষ্টির তরে।

বৃহত্তর বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে ভিন্ন বা অন্য প্রকার লোককাহিনী বা গাথা বা গান থাকা অতি স্বাভাবিক, কিন্তু এ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, অধ্যয়ন বা গবেষণা করার আগ্রহ বা প্রয়োজনীতা আর নেই।

পার্থেও গ্রীস্মকালে সিকাডা ঝিঁঝিঁ পোকার গান শোনার আগ্রহে কেউ উৎসুক হবে বা কান পেতে থাকবে বলে মনে হয় না।

খামোশ

- বিশ্বজিৎ বসু

হাজার হাজার মানুষের ভালোবাসা অম্বিকাবাবুকে একবারে স্বর্গে পৌঁছে দিয়েছে। চিত্রগুপ্তের হিসাবের খাতায় যোগ বিয়োগ করার কোন সুযোগ দেয় নাই। স্বর্গে ঢুকে অম্বিকা বাবু একদিন প্রহরীকে ডেকে বললেন, "তোমাদের চিত্রগুপ্তকে বলো আমার সংগে দেখা করতে"।

প্রহরী মনে মনে ভাবলো, "যেঁ কোথাকার কোন লাট সাহেব এয়েছেন। ওনার সংগে চিত্তবাবুর দেখা করতে হবে।" তারপর অম্বিকা বাবুকে উদ্দেশ্য করে বললো, "আপনি গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করে আসেন, তিনি আসতে পারবেন না।"

অম্বিকাবাবু বুঝলেন ওর আঁতে ঘা লেগেছে, শত হোক চিত্তবাবু ওর বস্। প্রহরীকে বললেন, "ঠিক আছে চলো আমি যাব, চিত্রগুপ্তের কাছে আমাকে নিয়ে চলো।" প্রহরী এবার খুশি হয়ে বললো চলুন।

চিত্রগুপ্তের দপ্তর। বিশাল প্রাসাদের ভিতরে সোনার চেয়ারে বসা গুপ্ত বাবু। সামনে বিশাল রুপোর টেবিল। টেবিলের উপরে কয়েকটি লেজার বুক। একটি ফুলদানিতে পারিজাত ফুলের ছড়া। পিছনের তাকে থাকে থাকে সাজানো লেজার বুক। চেয়ারে বসে পাপ পূণ্যের হিসাবে মগ্ন চিত্র বাবু।

প্রতি ঘন্টায় শত শত মৃত্যু। এত দ্রুত হিসাব মেলানো যায়। মহারাজ ইন্দ্রকে বলতে হবে আমি আর পারছি না। এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমাকে অবসরে পাঠান, নতুন কাউকে নিয়োগ দিন। অথবা আমাকে কয়েকজন সহকারী হিসাব রক্ষক দিন। আর শালা ওই হাবরা বুড়ো জন্ম দেয়ার পাল্লা শুরু করে দিয়েছে। উনি নাকি মানুষ আর পিপড়ের সংখ্যা সমানে আনবেন। যত জন্ম তত মৃত্যু। ব্যাটা যম, ওনার প্রাণসংহার করার নেশায় পেয়ে বসেছে।

দারোয়ান গিয়ে গুপ্তবাবুকে বললো, "অম্বিকা বাবু আপনার সাথে দেখা করতে চায়।"

গুপ্ত বাবু আঁড়চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো কোন অম্বিকা বাবু। আমার তালিকায়তো শত শত অম্বিকা আছে।

- এ বাবু ফরিদপুরের। ইয়া লম্বা দাড়ি!

- ফরিদপুর বাড়ি, লম্বা দাড়ি।

ডান হাতের তর্জনী কপালের ডানপাশে টোকাতে টোকাতে গুপ্ত বাবু মনে করতে লাগলেন। কোন অম্বিকা! কোন অম্বিকা! মনে হচ্ছে যেন কম্পিউটারের মাউস বাটনে চাপ দিচ্ছেন। এত কোটি মানুষের ভেতর থেকে কাউকে খুঁজে বের করতে হলে এটাই তাঁর প্রসেস। দুটি টোকা পড়ে মগজের কারসরটা যায় জায়গা মত পৌঁছে গেলেই গুপ্ত বাবুর মনে পরে গেল। ও উকিল বাবু! অম্বিকাচরণ মজুমদার! নিয়ে আয়! নিয়ে আয়! এরকম মানুষ কোটিতে হয় একটা। আরতো সব গাবের হাজার।

লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন গুপ্ত বাবু। মনে মনে ভাবতে থাকলেন ভুলত্রুটি হলে আবার ঘুষি দিয়ে আমার টেবিলটা না ভেঙ্গে ফেলে। আমি বাবা ছাপোষা কেরানি। আইনের ধারাটারা কম বুঝি। যে

জাঁদরেল উকিল। রাইফেলসহ বিপ্লবী ভুপেন বাবু ধরা পড়েছিল, তাকেও বেকসুর খালাস করেছিল আইনের হাত থেকে। ভুল হলে কোন ধারায় কোন প্যাঁচ মেরে দেবে, শেষে আমার চাকরিটা না যায়।

চিত্রগুপ্ত অম্বিকা বাবুকে সাদর সম্ভাষণ করে ভিতরে এনে বললেন, "মহাশয় আসন গ্রহণ করুণ। বসুন। আমার এই কেদারাতে বসুন"।

অম্বিকা বাবু উত্তর দিলেন ওটা আপনার চেয়ার ওখানে আমার বসার অধিকার নাই। আমি যা বলতে এসেছি তা শুনুন। আপনিতো জানেন আমি মানুষের জন্য কাজ করে সরাসরি স্বর্গে চলে এসেছি। স্বর্গের আইনের কোন ধারা আমার এই প্রবেশে বাধা দিতে পারে নাই। এখন আমার সংগে যারা দেখা করতে স্বর্গে আসতে চায় তাদের যেন বাঁধা দেয়া না হয়। আর তাদের স্বর্গীয় আপ্যায়নে যেন কোন ত্রুটি না হয়।

গুপ্ত বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, বাবু এটা আইনের কোন ধারা মতে হবে।

অম্বিকা বাবু বললেন, এটি স্বর্গারোহণ আইনের ধারা ৩ এর খ উপধারা। যেখানে বলা হয়েছে স্বর্গবাসী ব্যক্তির ইচ্ছা পূরণে কর্তৃপক্ষ বাধিত থাকিবে।

গুপ্ত বাবু বললেন,"তাই হবে বাবু"। কিন্তু!

অম্বিকা বাবু বললেন, কিন্তু আবার কি?

-না মানে, দল বেঁধে পাপী তাপী যদি আসতে থাকে।

- আসলে আসবে।

- তাহলেতো নরক ফাঁকা হয়ে যাবে।

- হলে হবে। আইনের ধারা তৈরি করার সময় এগুলো খেয়াল ছিল না?

গুপ্ত বাবু যুক্তিতে হেরে গিয়ে মিনমিন করে বললেন, "তাই হবে, তাই হবে"।

সেই থেকে যারা অম্বিকা বাবুর সাথে দেখা করতে চায় স্বর্গে তার প্রবেশে বাধা নেই।

২

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন আসে অম্বিকা বাবুর সাথে দেখা করতে। কখনো কামাক্ষ্যা নাথ, কখনো অবনী বাবু। আবার কখনো আসে বান্ধব পল্লীর লালুয়া, মুচি পাড়ার ভুলুয়া।

সোনার তৈরি আরাম কেদারায় বসে অম্বিকা বাবু রুপোর কাপে আঙুরের রস পান করতে করতে সকলের সুখ দুঃখের কথা শুনেন। অতিথিদের জন্যে থাকে রুপোর কাপে আঙ্গুরের রস।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পায়চারি করছিলেন অম্বিকা বাবু। এমন সময় দেখা করতে এলেন কবি জসিম উদ্দীন। হাঁটতে হাঁটতে শুরু হলো তাঁদের কথোপকথন।

শুরুটা করলেন অম্বিকা বাবু। কেমন আছ কবি! তোমার নিমন্ত্রণ কবিতার ঐ লাইনটি আমার খুব প্রিয় "রেল সড়কের ছোট খাল ভরে/ ডানকানা মাছ কিলবিল করে। কাঁদার বাঁধন গাঁথি মাঝামাঝি জল সেচে আগে ভাগে/ সব মাছগুলো কুড়ায়ে আনিব কাহারও জানার আগে।

- আপনি রেলপথটি ফরিদপুরে আনতে পেরেছিলেন বলেইতো এ লাইনটি আমার কলমে এসেছিল।

- হাহা! কিযে বলো কবি! ওটা যে আমার দায়িত্ব ছিল। ফরিদপুরের লোক আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। আমাকে বিশ বছর পৌরসভার চেয়ারম্যান বানিয়ে রেখেছিল। ওদের জন্য এটা করা ছিল আমার দায়িত্ব।

- জানেন আপনার মৃত্যুর পর ফরিদপুরে দাবি উঠেছিল, জেলার নাম আপনার নামে করার জন্য।

- সেকি কথা, তাহলেতো আমাকে নতুন করে পরিচয় লিখতে হবে। সারা ভারতবাসীর কাছে আমার পরিচয় ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ। নতুন করে লিখতে হবে অম্বিকাচরণ মজুমদার, সাংঃ ঝিলটুলী, জেলাঃ অম্বিকাপুর। নানা এটা ঠিক না। ফরিদপুর নাম সেসময়ের গুণী ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত ও কৃতজ্ঞতা। আর উনিতো কোন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হননি যে ওনার নাম পাল্টে ফেলতে হবে।

- সেটা আর কি সম্ভব। তিনিতো কবেই মারা গেছেন।

- ঠিকই বলেছ। তবে মৃত্যুর পরেও অনেকে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে দন্ডিত হয়। আর আমার নামে একটি ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, একটি ময়দান আছে, একটি হল আছে, একটি রাস্তা আছে। সেটাই বা আমার কম পাওয়া কি।

- আপনি মহামানব তাই অল্পতেই খুশি থাকেন। আপনার নামে আরো কিছু হতে পারে। আপনিই ছিলেন ফরিদপুরের রূপকার। আচ্ছা আমি আপনাকে কি বলে ডাকবো। স্যার বলে ডাকি!

- স্যার কেন? আমিতো বৃটিশদের নাইট উপাধি পাইনি। বৃটিশ তাড়াতেই কাজ করেছি।

- আপনি আমার অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনার প্রচেষ্টায় যে রাজেন্দ্র কলেজ, আমি সেই কলেজের ছাত্র। আপনি ফরিদপুর পৌরসভায় চেয়ারম্যান ছিলেন। ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি। জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন, উকিল বারের সভাপতি ছিলেন। কলেজে আমাদের যারা পড়াতেন তাঁদের আমরা স্যার বলি। আপনি ছিলেন আমাদের স্যারদের স্যার।

- দেখ স্যার শব্দটা আমার ভালো লাগে না। কেমন বৃটিশ বৃটিশ লাগে।

- আপনাকে চেয়ারম্যান বাবু বলা যায়, উকিল বাবু বলা যায়, আবার নেতা বলতে পারি। কোনটা বলা উচিত বুঝে উঠতে পারছি না। আবার আপনি আমার গুরুজনের বয়েসী। সে হিসাবে দাদা বা কাকা বলতে পারি।

- তুমি আমাকে দাদা বলেই ডেকো। অম্বিকাদা! রাজনীতি করেছি ওটা শুনতেই বেশি ভালো লাগে।

- আপনি আমাকে বাঁচালেন অম্বিকাদা, এই উহ্য সম্বোধন করে বেশিক্ষণ কথা বার্তা বলা যায়? দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

- বুঝতে পারছিলাম তুমি খুব অস্বস্তিতে আছো। তা বলো আমার ফরিদপুর কেমন আছে? কেমন চলছে? রাজেন্দ্র কলেজের খবর কি? কেমন চলছে?

- মনটা ভালো না দাদা, ফরিদপুরের কিছু খারাপ মানুষ আমাতে আপনাতে একটি দ্বন্ধ বাঁধানোর চেষ্টা করছে।

- তোমার সাথে আমার দ্বন্দ্ব। বলো কি কবি?

- আমি লজ্জা পাচ্ছি দাদা। আপনার নামে যে রেল স্টেশনটা আছে ওই স্টেশনের নামটা পাল্টে আমার নামে করতে চাচ্ছে।

- তাই নাকি! তা তুমি কি বলো।

- এটা ঠিক না। আজ স্টেশনের নাম পাল্টে ফেললে, কাল আবার শুরু করবে গ্রামের নাম পাল্টাতে, তারপর চাইবে ইউনিয়নের নামটা পাল্টে ফেলতে। এটা করলে আমি আপনার সামনে মুখ দেখাবো কি করে।

- তাহলে তোমার পরিচয় নতুন করে লিখতে হবে। লিখতে হবে জসিম উদ্দীন, গ্রাম: জসীমপুর। হাহা হাহা হাহা।

- একবার রাজেন্দ্র কলেজের নামটাও কারা যেন পাল্টে ফেলার চেষ্টা করেছিল।

- সেটা কি সম্ভব। রাজেন্দ্র বাবুর নামটা স্মরণীয় করে রাখার জন্য বাইশরশির জমিদার সেই সময়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। ভবিষ্যতে যাতে কেউ এ নাম পাল্টাতে না পারে তার জন্য একটি দলিল করে রেখেছিলাম। দলিলটি সরকারি কোষাগারে জমা আছে।

- আমাকে বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচান দাদা। আপনি এটা ঠেকান! আপনিই পারবেন।

- আমি! কিভাবে?

- যারা এটা পাল্টানোর চেষ্টা করছে ওদের অফিসে গিয়ে টেবিলের উপর ঘুষি দিয়ে বলুন, "খামোশ"! ভেঙ্গে ফেলুন ঐ দূর্নীতির আতুর। আপনিই পারবেন।

- তুমি কিভাবে জানলে এই ইতিহাস! কবি!

- আপনার সেই টেবিল ভাঙার একটি তেলচিত্র আছে রাজেন্দ্র কলেজের লাইব্রেরিতে। ওটা এই কলেজের ছাত্রদের প্রেরণা। আপনার বিস্ফারিত চোখ আর মুষ্টিবদ্ধ হাত!

- তাই নাকি! অতীত অনেক কথা মনে করিয়ে দিলে কবি!

- কলেজ প্রতিষ্ঠা নিয়ে দুটি ঘটনা এখন ফরিদপুরে মিথে পরিণত হয়েছে, একটি উন্মত্ত পদ্মায় ডিঙি নৌকা নিয়ে লাট সাহেবের জাহাজ আটকে দেয়া আর ঘুষি মেরে টেবিল ভেঙে ফেলা।

- দেশপ্রেম কবি ! দেশপ্রেম ! দেশপ্রেম আমাকে এত শক্তি যুগিয়েছে।

- কিন্তু আমরা যে আপনাকে ভুলে যাচ্ছি, আপনার অবদান ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে।

- ইতিহাস ভুলিয়ে রাখা হয়তো যায়, মুছে ফেলা যায় না। যা ঘটে গেছে তাকে কি পাল্টাতে পারে কেউ। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ভগবান সেও এখানে অক্ষম। আমি আমার মাতৃভূমির প্রতি দায়িত্ব পালন করেছি, সেটা যদি তুলে ধরতে না পারে পরের প্রজন্ম দেশপ্রেম শিখবে কোথা থেকে।

- আমি ভীষণ লজ্জিত দাদা

- দেখ কবি! অনেকেই আমার নামটা নিতে লজ্জা পায়। আমি অনেক খবরাখবর পাই। আমার নামে একটি রাস্তা আছে, অনেকেই সেটার নাম নিতে চায় না। আমার বাড়িটা ছাত্রিদের হোস্টেল হলো। ওখানে তোমার বৌদির কত স্মৃতি, তাঁর নামে হোস্টেলটা করতে পারতো। তা হলে ও বেঁচে থাকতো ফরিদপুরের মানুষের মাঝে। বুঝোইতো ওর সমর্থন আর ত্যাগ ছাড়া কি আমি এত কিছু করতে পারতাম।

- এই নামটা পাল্টে ফেললে আমাকেও বিব্রতকর অবস্থায় থাকতে হবে সমাজে। আপনি একবার ফরিদপুরে যান দাদা কিছু একটা করুণ।

- সেটা আর হবে না কবি। আমার পুনর্বার জন্মের জন্য পৃথিবীতে যাবার অর্ডার হয়েছিলো। আমিও খুশি হয়েছিলাম। এখানের এই বোরিং লাইফ ভাল লাগছিল না। এটা হচ্ছে কুড়েদের জায়গা, যারা খেতে আর ঘুমোতে ভালবাসে, তাদের জায়গা। কিন্তু একটা প্যাচ লেগে গেছে। এই প্যাচ আর খসবেও না আমারও পৃথিবীতে যাওয়া ও হবে না।

- কি প্যাচ দাদা।

- যখন চিত্রগুপ্ত এসে আমাকে জানালো তোমার আবার মনুষ্য জন্মের সময় হয়েছে। আমি বললাম সেতো সুখের কথা। কিন্তু আমার জন্ম কার পেটে হবে সেটা কি আমি চয়েজ করতে পারি। গুপ্ত বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কোন ধারায় আপনার এ চাহিদা। আমি বললাম স্বর্গারোহণ তিন এর খ, উপধারা দুই। চিত্রগুপ্ত তাই হবে। কার পেটে আপনার জন্ম নিতে চান বলুন। আমি বললাম গত জন্মে যে মায়ের পেটে আমার জন্ম হয়েছিল আর যে বাড়িতে আমার জন্ম হয়েছিল।

চিত্রগুপ্ত কদিন পর খোঁজ খবর করে এসে জানালো সেটা হবার নয়। আমার মায়ের ফাইল ক্লোজ হয়ে গেছে।

- কেন হবার নয়!

- সে বাড়িতে এখন অন্যরা যারা বাস করে তারা ধর্মে ভিন্ন। আর তোমার মাও পৃথিবীতে আর ফিরে যেতে পারবেন না। তোমার মত পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে তাঁর সমস্ত পাপ ঘুচে গেছে। তিনি পরমাত্মার সাথে মিলে গেছেন। তাই তাঁর ফাইলও ক্লোজ হয়ে গেছে।

- তাহলে কি কোন উপায় নেই।

- তুমি যাও। তুমি গিয়ে নিষেধ করো, বলো এটা গর্হিত কাজ।

- আমারতো ফিরে যাবার কোন সুযোগই নাই দাদা। আমার ধর্মে পুনঃজন্ম নাই।

- তাহলে আমাদের দুজনের কিছুই করার নাই।

- আমি যে বিব্রত দাদা।

- তোমার কি দোষ কবি! তোমাকে ব্যবহার করছে কিছু মানুষ, হয়তো সাইনবোর্ড বদলে যাবে, কিন্তু ইতিহাসে লেখা হবে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করছে কিছু কুচক্রি। তবে আমি এখনো আশাবাদী, কেউ এসে দাড়িয়ে বলবে,"খামোশ"

- তাই যেন হয় দাদা! আমাদের দেখে যাওয়া ছাড়া আর কি করার আছে।

দাম্পত্যে

-বুলু রানী ঘোষ

আমি নাকি আর আগের মতো নেই,
আগের মতো তোমায় ভালোবাসি না,
আগের মতো আর আবেগে ভাসি না।
তোমার অনুযোগে মিথ্যে নেই কিছু,
আমি তাই চুপচাপ,
বুঝেও যেন বুঝিনা।
বোঝা না বোঝার
বাইরের কথাটা জানি,
তাই বুঝাতে চাই না।

যেদিন প্রথম মন হারালাম, বিসর্জনের শুরু আমার। তোমার চোখে চোখ,
তোমার হাতে হাত।
তোমাতে ভেসে যাওয়া!
তারপর...
তোমার পছন্দের রং,
তোমার ভালোলাগা,
তোমার মন্দ লাগা,
তোমার রুচিতে নিজেকে সাজানোর প্রতিযোগিতা,
তোমার মাপা পায়ে আমার পদক্ষেপ।

আবার ধরো...
তোমার পছন্দের খাবার,
তেল নুনের তাক,
গান বা মুভি,
শোয়ার ধরন বা অবগাহন!
কিছুটা ভালোবেসে আর অনেকটা অভ্যাসে।
প্রতিনিয়ত আমাতে তোমার প্রতিফলন!
দাম্পত্যের কাছে ম্রিয়মান
ডারউইনবাদ!

আয়নায় তাই আর নিজেকে দেখি না,
আমার আমিকে আমাতে খুঁজে পাই না।
আমি আগের মতো তোমায় ভালোবাসি না।
আমি আর আগের মতো আবেগে ভাসি না।

শৈশব যেন রহস্যময় রুপকথা

-রাশিদুল হাসান

গড়েছি কত খেলাঘর
এঁটেল মাটির পুতুলের আসর।
বেচাকেনা করি পাতার টাকায়
মোহিত হই ঘাস ফুলের মায়ায়
ফড়িং সে তো বাহারি রঙিন,
কচুপাতা হাতে তারি পিছে দৌড়ায় -
শৈশব যেন রহস্যময়।

নাটাই হাতে ঘুড়িতে টান
যতদূর যায় যাক না চং
ঢাউশ বাউশে কাটাকাটি
শুধু নাটাইয়ে বাড়ি ফিরি।
পিঁপড়ার ডিম অথবা কেঁচো
সযত্নে টোপ বড়শিতে গাঁথ,
ঐ যে ডুবছে বড়শির ফাতা
হেঁচকি টানে রহস্য গাঁথা।
হারায় বড়শি, হারায় চং
অদৃশ্যে তাদের তিরোধান
অসমাপ্ত এই উপাখ্যান।

পিতরাজ বীজে মার্বেল খেলা
ডাংগুলিতে মত্ত বেলা
অলিতে গলিতে লুকোচরির পালা
কুয়োর পানিতে তুষ্ট গলা -
শৈশব যেন রহস্যময় রুপকথা।

গাঁথি গাদা ফুলের মালা
শাপলা কুড়াতে হারিয়ে যাবার পালা।
পুকুর পাড়ে কচুরিপানার শোভা
কদম ফুলের মোহিত আভা
ভেলা ভাসিয়ে ওপারে যাওয়া
বাঁশঝাড়ে নিঃশব্দ ভীরু পথচলা
হঠাৎ শব্দে চমকিত হওয়া -
শৈশব যেন রহস্যময় রুপকথা।

মাগো - পাব কি তোমায়
যে রুপে দেখিয়েছ আমায়।
যত দূরে যায়, তত কাছে তুমি
ফিরে ফিরে কেন তোমাকেই স্মরি
রহস্যে ঘেরা সেই পটভূমি।

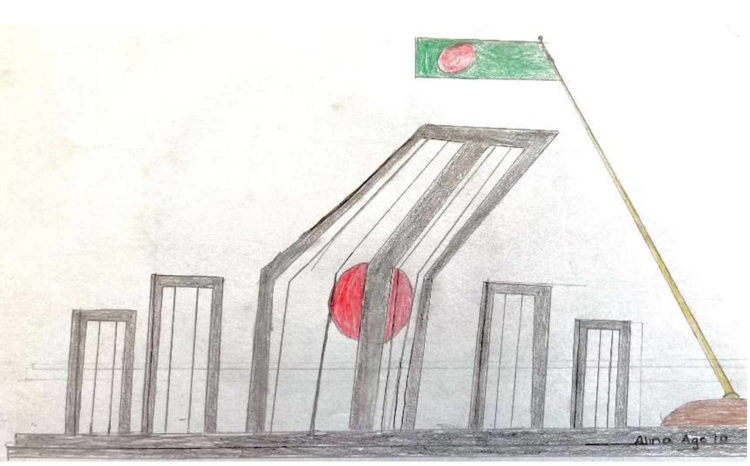

Drawing by: Alina Ghosh

Drawing by: Bankim Shikari

Drawing by: Minakshi

Drawing by: Bankim Shikari

Drawing by: Bankim Shikari

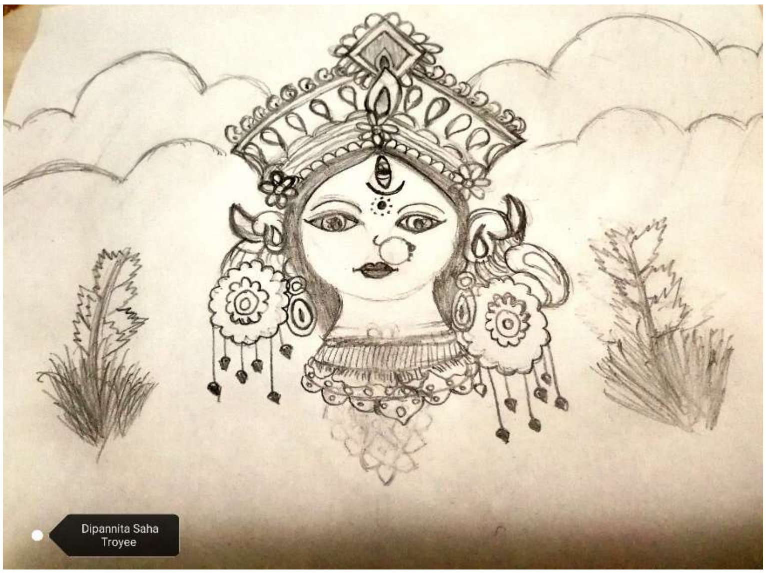

Drawing by: Dipannita Saha Troyee

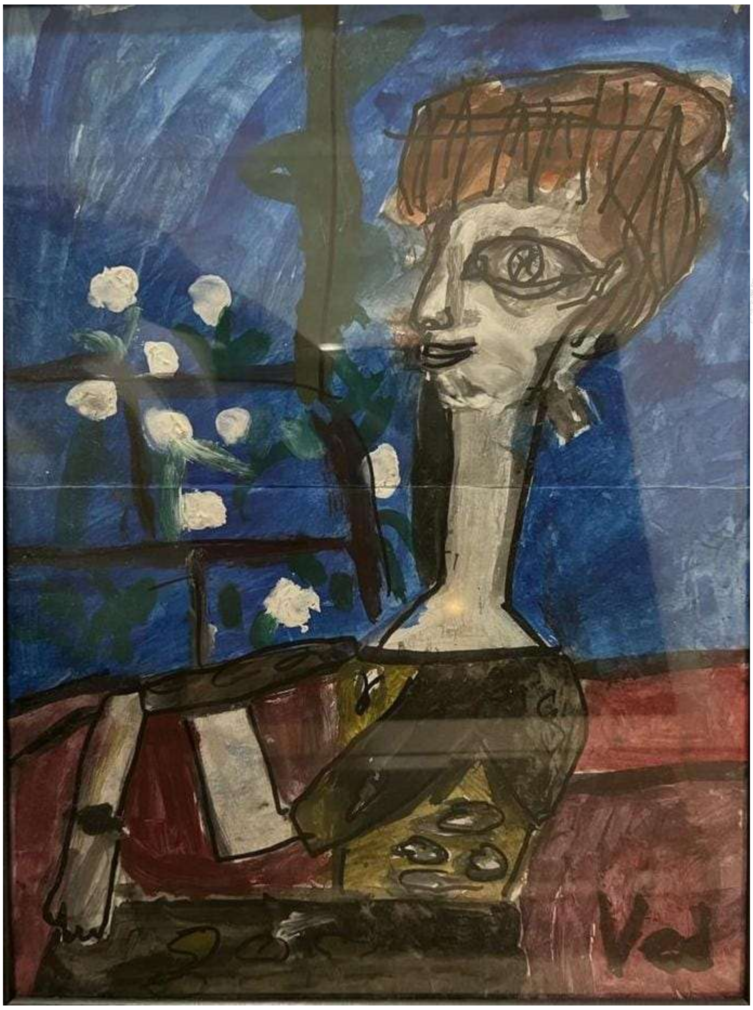

Drawing by: Ved

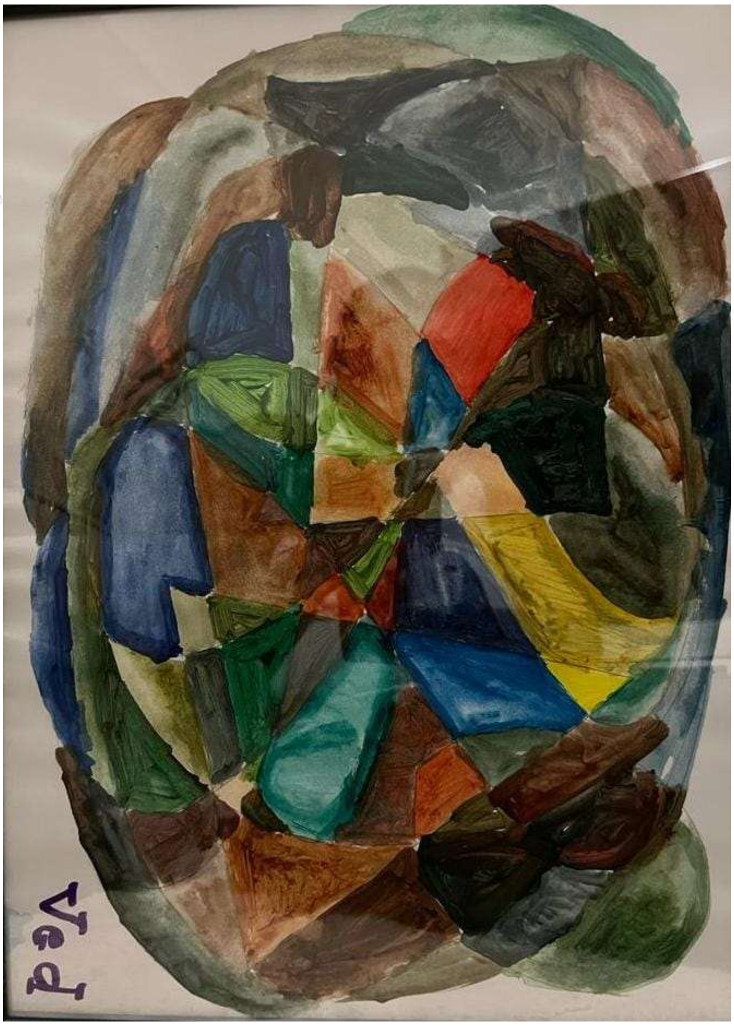

Drawing by: Ved

Drawing by: Drik Saha

Drawing by: Panna Barua Liza

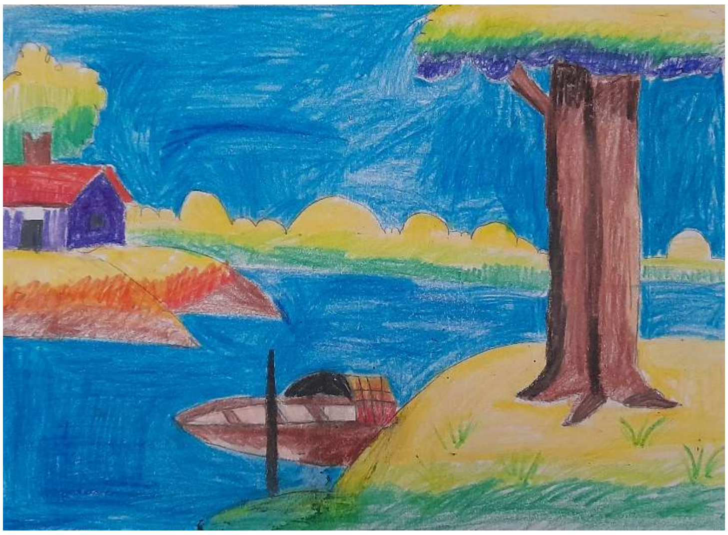

Drawing by: Ved

Drawing by: Mohiny Roy

Drawing by: Sreyoshi Sen (Mohor)

Drawing by: Ruwan Barua Dibbo

Drawing by: Priyasha Barua Laura

Drawing by: Priyasha Barua Laura

Drawing by: Shuvrodip

কি হবে লিখে আবার

-রাশিদুল হাসান

অক্ষরে প্রজ্বলিত হয় তোমার ইচ্ছে লিপি
ক্ষয়িষ্ণু বসুধা তটে অমর তোমার পান্ডুলিপি।

অসীম এ চলার পথে
বিচরন বহু গ্রন্থে।
এত সব করে আয়োজন
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় তোমার আগমন।
বুঝতে তোমার অন্তকরণ
চ্যাটজিপিটি’র জয় কীর্তন।
কি চমৎকার শব্দ বিন্যাস
কবিতা পেয়েছে তার নতুন নিবাস।

যুগে যুগে রচিত হয়েছে কত কথা
তবু অভিলাষী মন ভাবে নতুন কবিতা।
থেমেছি বারবার, কি হবে লিখে আবার
মুচড়িয়ে বেরিয়ে আস, দূরীভূত করতে আঁধার।

মনের কি ভাষা আছে, প্রস্ফুটিত হবে সে কিসে?
ছড়ায় শব্দ অচেনা তরঙ্গে, যত কথা তার অঙ্গে,
বিহঙ্গের অনুরূপে, ধরতে গেলে উড়তে থাকে।

ব্যাকুল মনের আকুতি,
প্রসূত হয় শব্দের দ্যুতি।
যতই হোক আয়োজন,
ধরতে তোমার কথ-কহন,
কৃত্রিম সত্তার অগোচরে,
জ্বালাও বহ্নি মানব মনে।

আসছ তুমি হরেক রঙে,
অনাদি অনন্তকাল হতে।
চলছে লিখা বর্ণাক্ষরে,
অবিনাশী রূপ দিতে।
আজকের এই পান্ডুলিপি,
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় হবে সংযুক্তি।

প্রার্থনারত হাত

-শুভংকর বিশ্বাস

পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুর দিকের কথা। জার্মানীর নুরেমবার্গ শহরের কাছে ছোট একটি গ্রামে একটা পরিবার বাস করতো, যাদের আঠারোটি সন্তান ছিল। হ্যাঁ, আঠারোটি!

পরিবারের গৃহকর্তা একজন স্বর্ণকার ছিলেন। একান্নবর্তী পরিবারটির শুধুমাত্র ভরণ-পোষন যোগাতেই যাঁকে দিনে প্রায় আঠারো ঘন্টা কাজ করতে হতো! আপাতদৃষ্টিতে আশাহীন দুর্দশাগ্রস্থ এই সংসারের বড় দুই সন্তান, আলব্রেক্ট ও আলবার্টের স্বপ্ন ছিল বড় কিছু করার। এর কারনও অবশ্য ছিল। তাদের দুজনেরই ছিল শিল্পের প্রতি প্রবল অনুরাগ, একই সাথে ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা। তারা দুজনেই স্বপ্ন দেখত তাদের প্রতিভাকে আরেকটু ঘষেমেজে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহন করে পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতা ঘোচানোর। কিন্তু তারা এটাও ভালো করে জানত যে, তাদের বাবার পক্ষে কখনও দুজনকে, এমনকি একজনকেও পাশের নুরেমবার্গ শহরে কেতাবি শিক্ষা গ্রহনের জন্য পাঠানোর সামর্থ্য নেই।

বিষয়টি নিয়ে রাতের পর রাত ভাই-বোনদের গাদাগাদি বিছানায় অনেক আলাপ-আলোচনা করে অবশেষে একদিন বালক দুটি পড়াশুনা করার একটি উপায় বের করলো। তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যে, যেহেতু তাদের বাবার সামর্থ্য নেই তাদের কাউকে পড়ানোর, আমরা দুজনে একে অপরকে সাহায্য করে নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাবো। তারা নির্ধারন করলো, দুজনের একজন আগে একাডেমিক দীক্ষা গ্রহন করবে, আর অপরজন খনিতে কাজ করে প্রথম জনের জন্য মাইনে যোগাড় করবে। তারপর, প্রথমজন চার বছরব্যাপী সম্পূর্ন পড়াশুনা শেষ করে শিল্পকর্ম বিক্রী করে অথবা খনিত কাজ করে দ্বিতীয় জনের জন্য আর্ট কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করবে। কিন্তু কে আগে পড়বে? সিদ্ধান্ত হলো কয়েন নিক্ষেপ করে যে হারবে, সে খনিতে কাজ করবে। আর যে জিতবে, সে নুরেমবার্গ পড়তে যাবে।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোন এক রবিবার সকালে বালকদ্বয় চার্চে গিয়ে প্রার্থনা সেরে কয়েন ছুঁড়ে পরীক্ষা করল। কয়েন উৎক্ষেপনে জয়লাভ করে আলব্রেক্ট ডুরের নুরেমবার্গ গেল আর্ট কলেজে পড়তে, আর আলবার্ট গেল বাড়ির পাশের বিপদজনক খনিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে।

কিছুদিনের মধ্যেই আলব্রেক্ট প্রত্যাশার প্রতিদান পাওয়া শুরু করলো আর্ট কলেজে। তার অংকন এবং কাঠের উপর খোদায় করা কাজগুলো তার শিক্ষকদের চেয়েও ভালো হতে লাগল, এবং ক্রমান্বয়ে তার নামডাক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। পড়াশুনা শেষ করার পর্যায়ে এসে আলব্রেক্টের শিল্পকর্ম বাইরে বিক্রী হতে থাকলো।

আর্ট কলেজের পাঠ চুকিয়ে বিজয়ীর বেশে আলব্রেক্ট গ্রামের বাড়ি আসলে ডুরের পরিবার বাড়ির উঠানে তার সম্মানার্থে একটা নৈশভোজের আয়োজন করলো। পানীয় এবং ভুড়িভোজ শেষে অনুষ্ঠানের উপসংহার টানার সময় আলব্রেক্ট গম্ভীরভাবে দুই ভাইয়ের কয়েন উৎক্ষেপন এবং পরবর্তিতে আলবার্টের আত্মত্যাগের বিষয়টি প্রকাশ্যে নিয়ে এসে সবার সামনে ভাইয়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে তাকে এবার একাডেমিতে ভর্তি হয়ে স্বপ্নপুরনের অনুরোধ করেন, এবং

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমস্ত খরচ বহন করার অঙ্গীকার করেন। উপস্থিত সবার আগ্রহী চোখ তখন টেবিলের উল্টো পাশে বসা আলবার্টের দিকে।

আলবার্টের মাথা নিচু, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে, আর পেন্ডুলামের মত মাথা নাড়াতে নাড়াতে শুধুই "নো...নো...নো...ব্রাদার, নট পসিবল" বলে বিড়বিড় করছে। কিছুক্ষন পর চোখ মুছতে মুছতে মাথা উঁচু করে আলব্রেক্টের দিকে তাকিয়ে বললো, "অনেক দেরি হয়ে গেছে, ভাই! দেখনা, এই চার বছরে খনি আমার হাত দুটিকে কী বানিয়েছে! আমার প্রতিটা হাতের আঙুলের হাড় কমপক্ষে একবার করে হলেও ভেঙ্গে গেছে। তাছাড়া বেশ কিছুদিন ধরে আমি বাতের রোগে ভুগছি এবং আমার ডান হাতের আঙুল ঠিকমত নাড়াতে পারছি না। আমি এখন এমনকি একগ্লাস জল পর্যন্ত ঠিকমত তুলে ধরে পান করতে পারি না, কারও সাথে শ্যাম্পেইনের গ্লাস টোষ্ট করতে পারি না। তাহলে আমি কীভাবে আশা করবো পার্চমেন্ট বা ক্যানভাসে কলম বা ব্রাশ দিয়ে একটা সূক্ষ্ম লাইন আঁকবো? না..., আমার পক্ষে আর কোন দিন নিজের স্বপ্নপুরন করা সম্ভব হবে না!"

নিজের ক্যারিয়ারের স্বপ্নপুরন করতে ভাই আলবার্টের এই আত্ম-বলিদানে আলব্রেক্ট ডুরের এতটাই কষ্ট পেয়েছিলেন যে, সেই ভাইয়ের ক্ষতিগ্রস্থ হাত দুটিকে অত্যন্ত দগ্ধ হৃদয় নিয়ে পরম মমতায় শিল্পীর তুলির আঁচরে সুনিপুনভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। যেখানে দেখা যায়, আলবার্টের দুই হাতের তালু এক করে করজোড়ের ভঙ্গিতে আঙুলগুলো আকাশের দিকে প্রসারিত করে রেখেছে। আলব্রেক্ট তার এই শক্তিশালী শিল্পকর্মের নাম প্রথমে রেখেছিলেন, "হাত", যা পরে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করে। এতটাই খ্যাতি অর্জন করে যে, চিত্রকর্মের মাহাত্ম্য জানতে পেরে তৎকালীন শিল্পানুরাগী বিশ্ব এককাট্টা হয়ে চিত্রকর্মটির নাম পরিবর্তন করে "প্রার্থনারত হাত" রাখেন, যা পাঁচশত বছর পরও আজ অবধি বিখ্যাত শিল্পকর্মের তকমা নিয়ে বেঁচে আছে আমাদেরই অফিস-আদালত কিংবা বাসার ড্রইং রুমে। মূল চিত্রকর্মটি এখন অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনায় আলবার্টিনা জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

ছবি: প্রার্থনারত হাত

অপেক্ষা

- হাফিজুল ইসলাম

আমি কার জন্যে বসে থাকি?
ঐশী এস্রাজে ভেসে আসে দূরাগত স্বপ্নধ্বনি
কবিতার বইয়ে ঠাসা অমর বইঘর।
লখিনের ভাসানে ভেসে যাওয়া বেহুলা বাসর।
কার জন্যে?

আমি কার জন্যে বসে থাকি?
পশ্চিমে জেগে ওঠা সাতরঙা রঙধনু
পূবের লাস্যময়ী দিকচক্রবাল,
কিশোরীর ঠোঁটের মতো
রাঙা সকাল।
কার জন্যে?

আমি কার জন্যে বসে থাকি?
দুলে উঠা পানপাত্র,রাতের শহর।
শিরস্ত্রান উপচে পড়া রোশনাই।
বন্ধুর বাড়িয়ে দেয়া মমতার হাত,কোনদিন আমি যা ছুঁতে পারি নাই।
কার জন্যে?

আমি কার জন্যে বসে থাকি?
জতুগৃহে ভেসে আসা প্রথম চিৎকার,
অবোধ বাল্যে অবাক বিকিকিনি, শব্দের সংসার।
কার জন্যে?

আমি জানি না।
তুমি যেতে চাও,যাও।
আমি কোথাও যাবো না।

স্মৃতি

-- হাফিজুল ইসলাম

সব রেখে চলে যাই।
পুরানো তাকের উপর হলদেটে কাগজের গল্পের বই।ধূলোয় মাখামাখি।
মলাট উল্টালে বিহ্বল চোখে দেখি, অসিহর কাঁপাকাঁপা হাতে কেউ কিছু লিখেছিল কি?

সব রেখে চলে যাই।
ফুলহারে পড়ে থাকা প্রিয়তম সেতার।
হঠাৎ বেজে ওঠে কষ্টকল্প বেদনায়।
কেউ কি হারিয়েছিলো ভৈরবী সুরে,
নিদ্রাহীন বৈশাখের ক্লান্ত দুপুরে?

সব রেখে চলে যাই।
তোরঙে তুলে রাখা উৎসবের উত্তরীয়,
ভাঁজ ভেঙে উড়ে যাওয়া কর্পূরের মতো কেউ কি দিয়েছিলো গলায়
কবিতার প্রথম পাঠ, অন্ত্যমিল যতো?

সব রেখে চলে যাই।
আবলুস কাঠের সিন্দুকে পনবন্দী উপহার
পিতামহীর বাজুবনদ্ধ, সীতাহার।
প্রজন্মের জননী তুমি,তোমার অলংকার।
কার কণ্ঠে হেসে উঠে রিনিঝিনি, আনন্দবাহার?

সব ফেলে রেখে যাই।
হয়তোবা আছে,হয়তোবা নাই।
কোথাও না কোথাও থাকে আমার সাথেই।
স্মরনে, শ্রুতিতে,দুঃস্বপ্নে, অসম্ভব যন্ত্রণায়।
ভোরের দীর্ঘশ্বাসে,মাঝরাত্তিরে বুকের ব্যাথায়।

তবু সব রেখে চলে যাই।
আমার যা কিছু ভালো হওয়ার কথা ছিল,
সব ভালো তোমাদের হোক।

আমার আমি

- হৈমন্তী ফৌজদার

একটা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে কাটে আমার দিন,
দৈর্ঘ প্রস্থ বেধ সমণ্বিত একটা ঘর,
সেই ঘরই আমার অতি প্রিয় ।

একদিন সেই ঘরের ভিতর ঢুকে পরে বুনো প্রান্তর
দূরন্ত ঘোড়সওয়ারের মতো ক্ষুব্ধ বাতাস,
চড়বড় করে পড়ে বৃষ্টির ফোটা,
বাতাস বাতাস আর বাতাস
যেন আমি বসে খোলা আকাশের নীচে ।
আমার হাতের মুঠিতে শুধুই শূন্যতা ।

অথচ তখনো আমি আমার সেই প্রিয়
দৈর্ঘ প্রস্থ বেধ সমণ্বিত ঘরে ।।

Mahishashur Badh

– Sharmistha Saha

Scene 1

Narrator: Once upon a time there was a tyrant demon King- Mahishasur. He was the son of demon king Rambha and Mahishi. Mahishasur was the all-time powerful half human half buffalo demon king who wanted to rule the three worlds of trilok - Swargo, morto and patal. To achieve this, he started worshipping Lord Brahma. After years of hard penance by Mahishasur, Brahma was finally pleased and offered him a wish. Mad with power, Mahishasur demanded immortality.

Mahishasur (meditating): Om namo Bramha debaya, om namo Bramha debayo..

(Bramha appears in front of Mahisha)

Bramha: botso Mahisha, open your eyes …

Mahisha: Oh lord brahma, please bless me.

Bramha: I am very pleased with your worship. What do you want? Make a wish.

Mahisha: Oh Lord Bramha I don’t want to die, please make me immortal.

Bramha: Mahisha- all that is born must die. You cannot escape that. You must ask for something else.

Mahisha: hum... if I must die, my Lord, please make me so strong that no man or animal can ever kill me, not even the gods themselves.

Brahma: Tathastu, so it be Mahisha. (bramha leaves)

Mahisha: ha ha ha.. I am the strongest of all. No one can kill me now. I am the lord of trilok. Everyone shall worship me. Yes, all shall serve the great mahishashur. Ha ha ha…

Scene 2

Narrator: The mighty Mahishaur ordered his army to attack the humans and animals on the earth. He forced everyone to worship him instead of debotas.

(In a temple people worshipping God and goddesses)

Humans: Om... osato Ma Sadgomoyo, tomoso ma jyotirgomoyo.

Om … shanti … Om shanti … Om shanti …

Asur sena 1: ha ha ha.. who are you worshipping?

Asur sena 2: worship the mighty maihishashur.

Asur sena 3: You must. ha ha ha …

Mahisha: Haven’t you heard that I am the Lord of the three worlds now?

Human 1: Please, leave us alone..
Human 2: we want peace!
Human 3 & 4: om shanti ….om shanti ….
Asur sena 1: Shut up poor human being.
Asur sena 2: do you want to die?
Asur sena 3: run run ….
Mahisha: (bring the sword out) Go away from here just now .. ha ha ha …
(3 asur senas chase the humans – scared humans leave)

Scene 3
Narrator: After capturing the earth desperate Mahishashur along with his army attacked the Devlok - the kingdom of Lord Indra. And no one could touch him due to his gift from lord Bramha. Indra had to leave devlok.
(Lord Indra's rajsobha. Humans come to debraj Indra and talked about their sufferings)
Indra: Welcome to devlok, Humans, what do you wish to tell me.
Human 1: Your Excellency, we are here to inform you about our sufferings.
Human 2: Mahishashur forced us to stop worshipping gods -
Human 3: and made us worship him.
Human 4: We aren't safe.
Indra: My dear fellow debotagon, Mahishashur is destroying peace and happiness from the earth.
Debota 1: Yes your Excellency, we are sad for humans and their sufferings.
Debota 2: We are shocked to see the massacre Mahishashur is causing to the world.
Indra: But we can't just be sad and sit idle and watch their sufferings.
Debota 3: We need to do something to protect the world.
(Mahishashur enter with his fellow demons)
Mahisha: ha .. ha .. ha .. you are sad about humans ha ha.. ha….
Asur 1: now protect yourselves mighty gods .. ha ha ..ha ..
Asur 3: If you can ha ha ha ..
Asur 2: Be sad for yourselves.. ha ha ha …
(fight music .. debotas get defeated and leave the stage including humans)
Mahisha: ha ha ha.. I am now the most powerful person in the whole world. I am the new lord of Heaven, earth and hell ………..ha ha ha..

Scene 4
Narrator: Following the defeat, Debraj Indra with other debtas rushed to Bramha Vishnu and Shiva to seek help and advice to get rid of the demon Mahishashur. The desperate gods closed their eyes and began to concentrate all their thoughts on creating an invincible woman who will be able to kill Mahishashur. Their divine powers and deep concentration worked, and soon a fiery pillar of light appeared in the sky. Out of this light, Debi Durga took shape as the goddess more powerful than all the gods.
Indra: Lords, please protect the world from wicked Mahishashur.
Debota 1: He has captured both heaven and earth.
Debota 2: Demons are everywhere.
Shiv: My dear debotagon, don't forget, he has a blessing from Bramha that no individual man, debota or animal can kill him!
Debota 3: But there must be a way my lords!
Bramha: Yes, there must be a way. A female form who is not born from human body.
Bishnu: Hum … the united strength of all of us can create a powerful female celestial being who will be able to destroy him.
Human 1 & 3: Mahishashur is causing so much suffering to us.
Human 2 & 4: Please do something Lords!!
Shiv: We can't allow this to continue - his destructions and torture …
Bishnu: right you are, let's unite our strength ….
Bramha: let's join our hands together and concentrate.
(All gods and goddesses join hands and closed their eyes. Devi durga appears)
Durga: Hello my Lords, I am here to fulfil your wishes. Why have you created me with such eagerness?
Bramha: Devi durga, you have our blessings.
Shiv: we want you to defeat and destroy the demon king Mahishashur.
Bishnu: he has sworn himself into all three worlds Heaven, earth, and hell.
Indra: He is causing sufferings to humans, animals and debotas.
Debota 1, 2, 3: Please save us devi from this demon.
Shiva: Please accept our weapons. Here is my trident – trishul.
Bishnu: Please take my secret disc, the sudarshon chakro.
Brahma: Giving you my Kamandalu, the water pot.
Indra: Accept my bajra devi.

Debota 1: this sword is for you.
Debota 2: this axe is for you too.
Debota 3: I will give you the strength of ten thousand suns!!
Durga: Pronam to all gods and goddesses. With all your blessings I will destroy the demon Mahishashur.

Scene 5

Narrator: Debi Durga with her inborn power and acquired weapons killed Mahishasur after a long battle. The day Goddess Durga defeated the wicked demon Mahishasur is celebrated as Vijayadasami. Mahishaasur, who kept transforming from a buffalo to a lion, to a man, to an elephant, and then back to a buffalo, represents the never ending chain of desires in us. When one desire is fulfilled another spring and takes its place. The defeat of Mahishasur is the same as ending that cycle, with the power of good.
Mahishashur: Ha ha ha…I am the mighty Mahishashur, I am the lord of trilok. Ha ha ha..
Durga: Mahishashur!
Mahishashur: (little scared, but not showing) Hi lady, what are doing in the battlefield?
Durga: You arrogant demon, I am here to destroy you.
Mahishashur: ha ha ha..no man or god can kill me. I have a blessing from lord Bramha. And you, a helpless woman is trying to attack me? Ha ha ha ..
Durga: Mahishashur, don’t underestimate the strength of women. I am no ordinary female, Mahisha. I have the power of all the gods and goddesses. Why don’t you try to fight me?
Mahishashur: You fool want to fight with me? Ha ha ha
Durga: Yes Mahisha, face your destiny. I am here to fulfil your desire to be killed by a woman.

(Fight between durga and mahishashur with background music. Debi durga wins. Debotas and humans enter)
Debotas: Joy ma durga ki joy.
Humans: Joy ma durga ki joy.
All:
Ya devi sarvabhuteshu shakti - rupena samsthita
Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo namah
Ya devi sarvabhuteshu bhakti - rupena samsthita
Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo namah
Ya devi sarvabhuteshu matri - rupena samsthita
Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo namah

Leviathan

- Prithul Bisshay Bose

And so, he stood in that dilapidated throne room, the words of the now-corpse-king on his decadent throne echoing through his ears. And now that the figure at the centre finally rested, he could observe his surroundings closer.

It was constructed like a bubble, he reasoned. A dome. Perfect for living and observing the ocean around you if you lived underwater. He imagined it was a bathosphere, if scaled up to the size of a great hall. The grips of erosion had gotten to the inside, yes, with pillars that once connected the roof and the floor long dilapidated, or covered in the ocean flora that cursed the denizens of this sunken city. The entire scene was hauntingly beautiful, bathed in blues and greens and teals flooding in from the large window behind the throne, domed like the rest of the hall, and braced much like a submarine would be, if scaled up by magnitudes, acting like an observation platform for the king, he hypothesised. It took up a solid quarter of the entire hall. Untouched by time, it seemed perfectly clean as it would've been in it's prime. Perhaps magic was involved?

But it was all him distracting himself. From the implications of the statement that came out of the drowned king.

What becomes of a dragon when it becomes greater than that? A question he always wondered about. They always talked of dragons like they were the pinnacle of existence, below only the Gods. But the dragons he had experienced, that he had survived, were still mortal. Still bound by the term. The dragons had wondered the same thing as he did.

When the natural ocean light that flooded in from the braced dome-window behind the throne suddenly disappeared, is when the instincts honed from years of being in danger, kicked into the highest gear. This entire trip, it had told him to leave. Like when prey stumbles into the hunting grounds of a predator. That something here was greater than everything he had experienced

before. But it was a quiet warning, and his curiosity and desire to archive a lost city won out in the end. The fear of almost dying seemed inconsequential to the one he was feeling now.

The throne room was lit again, but not by the blues of the ocean. No, it was lit by orange and yellow. And he saw it, in the window to the ocean that once seemed so big, so wondrous. Instead, a slitted eye, much like a lizard, orange and red and yellow and so, so giant, it blotted out the entire window. Like the abyss grew a single eye and it was looking at him.

Kindness

- Alina Ghosh

Have you heard that Maxwell was sent to the office to get a detention? No? Okay, then did you hear about the situation with Ben and Lisa? They were both told off for arguing about how Ben thought that Lisa cheated in a game of chess. They were both sent to their rooms until they apologised. This is because they didn't understand the importance of kindness to one another.

Kindness is a very important thing in everyday lives. We use kindness to show how much we care about somethings. Of course, everyone has issues and loses their temper and goes out of control, but some people have the ability to control it. This is because they understand that it's not always good to express everything. Although sometimes you do need to explain some worries or concerns.

Around the world, most countries traditions are to do friendly greetings to people they know such as their relatives or greet with a handshake to strangers. This counts as a part of kindness. Greetings are generally very polite to all people in the country. In my opinion, I think that using appropriate language to anyone and everyone is important. For example, teachers. Teachers work hard to raise their young class to old mature adults. If they do get called inappropriate names, that is just over the scale of being impolite. Teachers do not deserve it, no one in the universe does. No one.

Now, just because someone disagrees with you, doesn't mean you over rage. The world isn't over. And anyway, you will come across people who disagree with you. However, looking to the bright side, you may also find people who strongly agree with your decision.

Okay, now let's see how Ben and Lisa are doing. ………..

Finally, they understood the importance of kindness. I hope they don't argue again!

The Goal To Reach

-Avrodweep Das

As a child I would watch in awe the mystic and marvelous magic of magicians. At the end of each show, I would sit on the edge of my seat wanting more. I would watch in anticipation, carrying all the magic tricks along with me. It was crystal clear what I was going to be when I was older…..

It was my first audition. The butterflies in my stomach just wouldn't leave me. The smell of mulch from the wet, and clear, dirty puddles caught me as the leaves danced in the wind. As I hopped into the Cosmo Catastrophic Circus with a spring in my step. Ready for anything, I had heard how hard it was to get the place for magician in the circus. My heart raced in anticipation as I watched my fellow competitors try their very best.

My hope was lost, just dreaming into those brilliant, gleaming, shining stars of dust. Sparling anonymously in the air. Their tricks hypnotised me every single second…Now it was my turn.

"You're going down," bellowed a performer with pride.

"Forfeit there's no reason of trying!" he scolded scornfully.

My legs trembled as I entered the stage. The audiences' looks were piercing me like an arrow.

"H-hello guys, today I will mesmerize you with a stunning trick!" I stammered with hope.

They looked at me…Not impressed.

I started with a 'Bang' 'Crack' 'Swoosh 'of my wand. The show commenced. My wand was a weight that was indescribable. The texture is as smooth as silk.

It felt like an eternity, but I was amazed by what I could do.

I was a shining star. Tears of joy streamed down my face as I was announced to be chosen. Just then I spotted a young boy mesmerized like I was when I was a child.

Travel

- Bankim Shikari

Fasten your seatbelts says a voice
Inside the plane you can't hear no noise
Engines made by Rolls Royce
Take your choice..rejoice.

Every time you leave home,
Another road takes you
Into a world you were never in.

Into a trail you've never seen..

Some day, if you are lucky,
You'll return from a thunderous journey
Trailing snake scales, wing fragments, faded memories
And the musk of Earth and moon.

Do not be surprised by prickly questions
From those who barely inhabit
Their own fleeting lives, who barely taste
Their own possibility, who barely dream
But for me, travel is just another opium..

Mysterious Doors

-Bella Paul

RIIING! The bell went. Everyone rushed down the hallway, darted across the new playground and out of the school gates. Everybody was excited because the school holidays were starting, but not Rose. She loved school and learning all different types of things. She loved learning about English, math and especially loved history. Rose slowly walked through the gate.

When Rose was crossing the road, something shiny caught her eye. The shiny thing drew her closer and closer. Rose carefully picked it up. It was three strange looking keys. One was purple, another was red and the strangest of all was plain silver. That key was much bigger than the others and it had a large hole in one end. Rose looked around to see whose key it was, but there was no one near her. Rose went home, as she got the front, she heard a loud 'BANG! 'She looked around and near her was a funny little door. It was made from wood and looked old and rusty. Rose carefully opened the funny little door and saw a hallway full of other doors.

Rose went through the door. She tried to open the first door, but it was locked, so she thought she might use the key. The key went into the lock and the door opened. Through the door, she saw a whole lot of pictures of her with her mum. She saw a picture on the floor with a random guy. She picked up the picture and as soon as she touched it, the doors started disappearing. She tried to get out, but the door behind her had locked. The doors inside the hallway kept disappearing.

Rose looked around for a way out, saw an open door and went through it. When she did, she found herself on an island. The island had coconuts, lots of flowers and felt like a tropical island. There was a coconut tree and some bushes in the middle of the island. Rose searched around for the door she had come through. It was gone. On the other side of the tree, there was another door with purple and blue dots. She opened that door and was all of a sudden in somebody's house.

The house looked strange. It had stripy walls inside and in the front yard, the bushes looked like they were purple! Some of the other bushes were normal green.

Rose heard some footsteps, so she quickly locked herself in a room. When she locked the door silver key, she was in another new place! She was back home in the front yard next to the funny little door.

Rose checked her watch and saw she was late! She normally got home early. She saw her mum who was at the front door. Her mum said that she'd been looking for her everywhere. Her mum's eyebrows were up super high, and her hands were holding onto her head as if it was about to fall off. Rose told her mum what had happened, but her mum did not believe her and told her to just come inside. Rose agreed and as she went towards the front door, she took the picture out of her pocket to show her mum, but it was just a blank page. Rose looked at the blank page and was surprised. Her mouth hung open so wide that her lip nearly touched the floor; she could not believe the picture had vanished! Suddenly she started to feel.

Rabindranath Tagore

-Joyoti Sarker

Introduction:

Rabindranath Tagore was a well renowned man from Kolkata. He was a Bengali poet, writer, playwright, composer, philosopher, social reformer, and painter. He is most famous for being the first Asian to win a Nobel Prize award.

Early Life:

Rabindranath Tagore, child of Debendranath Tagore and Sarada Devi was born on May 7th, 1861, Kolkata. Tagore grew up with thirteen siblings in a wealthy family but soon he lost someone very dear to him. At the young age of 14 Tagore lost his mother and his father travelled a lot, so he was mostly raised by maids and servants. While a child Rabindranath Tagore never went to school but was educated at home yet to know the long path ahead of him.

Career:

Mr Tagore was a jack of all trades and was a poet, writer, playwright, composer, philosopher, social reformer, and painter. Rabindranath Tagore first went to one of the most distinguished high schools, St Xavier's College. Tagore then went to the University of London to study law but did not enjoy schooling and returned home two years later without a degree. He soon found his way to poetry and song writing and quickly became successful. Tagore's most famous poem is Gitanjali, and he has not one but more than 100 famous songs namely, Tabu Mone Rekho, Nabo Anande Jago and both the Bangladesh and India national anthems. Rabindranath Tagore also wrote many books namely Kabuliwala, Mashi, The Postmaster and Shuba. Some famous poems written by Rabindranath Tagore are Gitanjali, Chitto Jetha Bhayshunyo and Dui Bigha Jomi. Another incredible thing that Mr Tagore did was he translated some of his books and poems from Bengali to English.

Achievements:

How did Rabindranath Tagore become world famous? Mr Tagore was the Asian person, to ever win a Nobel Prize. In 1913 Tagore was awarded a Nobel Prize in the field of Literature. In 1905 Rabindranath Tagore wrote "Amar Shonar Bangla" which is the Bangladesh national anthem. Tagore also wrote the Indian national anthem "Jana Gana Mana" which was originally composed in Bangla but translated to Hindi in 1911.

Conclusion:

Overall, Tagore was an amazing and intelligent man who was known all around the world. He was the first Asian person in the world to win a Nobel Prize. On 7th August 1961 at age 80 Tagore sadly passed away. He will forever be remembered for his heart touching poems and meaningful songs.

"Clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky."
-Rabindranath Tagore

Bibliography

-https://www.goodreads.com/author/quotes/36913.Rabindranath_Tagore
-https://blog.finology.in/Legal-news/rabindranath-tagore#:~:text=One of the most significant, 'knighthood' on him.
-https://knowindia.india.gov.in/national-identity-elements/national-anthem.php#:~:text=The song Jana-gana-mana,India on January 24, 1950
-https://www.vedantu.com/question-answer/composed-the-patriotic-song-amar-sonar-bangla-class-12-social-science cbse-5fd83d93cd67a76506f2b26a#:~:text=This%20patriotic%20song%20"Amar%20Sonar,may%201861%20in%2C%20British%20India.
-https://www.britannica.com/biography/Rabindranath-Tagore#:~:text=Rabindranath%20Tagore%2C%20Bengali%20Rabīndranāth%20Ṭhākur,colloquial%20language%20into%20Bengali%20literature%2C

Outside the woods

-Hridi Das

Seems like we were all born with a goal,
Taught that poking around too much will leave a hole,
Stay within your limits and do what you're told,
Someday you'll be rewarded with a life like gold.

But something you were never really told
Is that platinum is more valuable than gold,
There are so many things that you don't know,
Without knowing the world how is it that you really grow?

Every person has a story,
Their eyes, a portal to their worlds,
This world is a place of many mysteries,
Filled to the brim with victories and miseries.

What does it mean to act human?
What happens when we don't?
What happens when we go to sleep?
What are the consequences of going too deep?

We're told that curiosity killed the cat,
Poking our noses into everything is bad,
So here we stay inside with our goods,
Completely unaware of what's going on outside the woods.

The Beauty of Bangladesh

-Promiti Sarker

Amid Bangladesh's beauty, nature's treasures unfold,
Rice fields like golden waves, a story ancient and bold.
Mangroves line the coast, a guardian of the shore,
Where life's intricate dance forever does explore.

Sundarbans' regal tigers roam wild and free,
Wetlands and rivers hum with vibrant glee.
Lotus blooms in ponds, petals of grace untold,
Colors on the water, a sight to behold.

The Padma, Jamuna, rivers' endless flow,
Paint landscapes with tales of nature's glow.
Birdsong fills the air, a chorus pure and strong,
Stars twinkle above, as the night grows long.

Hills and plains unite, in a landscape so divine,
Bangladesh's nature, a treasure to forever shine.

The Treasure Box Mystery

-Ruwan Barua Dibbo, Year 5

One beautiful afternoon, a strange delivery box came right in front of the Johnson Family's door. As soon as the digital doorbell rang, the three juvenile siblings came swiftly racing towards the wide doorway. "Let me get it!" "Goo goo ga ga!" "Neither of you will get it, only me!" The mother heard the cacophony of the children, so she first calmed down the rowdy children with a tiresome attitude and then carried the package down the wonky hallway and onto the dining table. Mum cautiously unwrapped the duct tape and then steadily, she opened the cardboard flaps. She thoroughly looked at the box's curly writing and even measured the vertices, faces, and edges! The mother finally responded, "You can now look at it all you like."

Once the mum headed out of the room, Tim was the first to question: "What is in this so-called Treasure Box? Do any of you believe that there is actual gold in this box?" Both other siblings nodded their head sideways; that probably meant no. Then another child started to speak, and she was Gabriella: "If there was any gold, it would have said it on the cardboard package. Also, mum would have quickly opened the box as she is quite an obsessed gold fan. The siblings started to think hard; well except the youngest child, which was Jimmy. He was sucking on his dummy like all infants would do.

Eventually, everybody telepathically agreed on opening the Treasure Box. Tim poignantly spoke, "Any last

words before we open this box?" Jimmy took the dummy out of his drool-covered diminutive mouth and babbled, "Goo goo ga ga goo goo ga." "Okay Jimmy, any others; Gabriella?" Tim questioned. "Don't be so dramatic and open the box already!" An irate Gabriella scolded annoyingly. So, Tim steadily opened the box's lid and braced himself… "Boo! Ha ha, I scared you!" Aaaaaaaaaaaah, a clown!" the siblings screamed (except Jimmy who was entranced by the panoramic view from outside). It took a very long time for them both to calm down, and when they least expected it, mum came down the hallway gallantly and then broke into cacophonous laughter.

"Seriously, did you all fall for my trick? I thought you guys were clever enough to realize that the box was fake!" "Okay ha ha, so what if we fell for it? We still found real gold on the bottom of the package, and you never knew that." Replied Gabriella. As soon as mum heard that she hastily scurried towards Gabriella who was holding the mini box of gold and hoarding it. Then she ran through the hallway and vanished into thin air. "I knew mum always lo-come on we have to chase after mum!" Tim exclaimed as he interrupted Gabriella. So, that is how they spent their afternoon chasing mum.

The Equation 111

-Shayan Dash

Everyone was tense in their seats; nobody flexed a finger. Tension was so thick in the air you'd need a chainsaw to cut it. Our Coach, Luke, had his gaze transfixed on the sight behold us. Time was ticking, second by second. It seemed impossible to move from this position. The equation was, 1 over, 1 run, 1 wicket. The bowler from the home Territory came charging in. Surely it as a win from this position? Surely?

I still couldn't believe I had made it thus far. Last year, as a 10-year boy, everything and everyone was so foreign and new. Bowlers that looked 10 feet tall and 13 years of age came charging in at me. Inexperienced, of course I wasn't going to make the cut.

1 year later, at 11 years old, slightly more mature, and vastly more experienced, the first round of selections for the WA Under 12's Cricket was mostly a breeze. When I say mostly, I meant that I had been diagnosed with COVID the week before. Technically you only had to quarantine for 7 days, and the trials were held on my 8th day of the sickness. This meant that I could still participate. I still had a bit of a migraine and cough, so I definitely wasn't performing at my best. The other competitors were your typical club cricketers. Fortunately, I did make it into the second round.

Now, the second round is nearly a month away, clashing at the same time as my most important academical test, GATE (Gifted and Talented Education). I had to choose one aspect to focus on. And of course, I chose the State trials. I already had a really good catchment high school, so I wasn't too fazed.

After that all I can remember was nonstop hours of training and games. Not a single day was spared. School was no longer a worry.

Eventually the second-round trials were knocking on my door. The format of these trials would be a bit different. We would have three training sessions (each on Monday) spread across three weeks. My GATE test clashed with the second week of trials. My first week of the trials went pretty well, not amazing, but definitely enough to impress the selectors. My second week, I was absent because of a particular exam. The third week went just as well as my 1st week. So, at this point, I had a 50/50 chance of making it to the 16-man squad.

We got the results of the selections when I was coming home from PEAC. So, when I saw my name listed in the playing 12, no words could express my exuberance and joy.

The training of the 16m man squad started with introductions, just like any newly formed squad. I already knew five of the people in the squad, so it wasn't tricky learning the other names. Pre-season training wasn't too hard. I found out that I was selected for being a top order batter. After the indoor training sessions at Revo, the practice matches against last year's state team began. As soon as we started playing our first game, I knew we were going to get out and played in every facet of the game. My prediction came true as we

got absolutely demolished. The second game was much tighter and showed struggle and improvement from both teams. The 2022 WA state team edged it out in a low scoring thriller. For the third game teams were split up and we mixed and mingled upon the seniors' camaraderie. Luckily for me, my team won it.

The next team strengthening activity we'd be doing was in Bunbury! The 16 manned squad would be having a camp in one of the boarding schools located there. The good thing about this is that I would miss out on school! So, I packed my bags and headed off to what would be a ghoulish trip.

As I arrived, I immediately could tell where to go. I'd have this nostalgic déjà vū that I'd been here before, even though I clearly hadn't. So, I met up with the rest of my team and my coach. And from there, the three-day camp began.

The first day of camp was just basic introductory activities. We found out the teams for tomorrow's scratch match. Surprisingly, me and my best mate Tanveer were elected as captains! The game didn't go too well for me, as I got run out, but we still managed to win. This was the case for the rest of the Bunbury trip. We took a three-hour journey back to our house. It was such a unique experience!

Our flight was scheduled for next week, a tremendous trip to Darwin! Every single day nerves jingled around like nothing I'd experienced before.

We would be taking a Virgin Australian Airline to Darwin. The quality of my seat admittedly wasn't the best, there wasn't any entertainment system, so I had to content myself with a magazine in the front pocket of the airline seat. The flight was supposed to take three to four hours, but it seemed like an eternity before we touched down in Darwin's rocky red terrain.

When I say the word hotel, what do you think of it? A nice cozy two-roomed apartment with one living space? Well, our so-called hotel was the complete opposite. It was a two-storied mansion! Way bigger than our house in Perth! The only bad thing about the start of the trip is that I immediately caught the flu. I was under antibiotics and underwent severe food poisoning during my first few days.

Our first fixed match was supposed to be against New South Wales (supposedly the best team in the competition). But unfortunately, the game was delayed due to dew and wet weather. So, we started the game late at around four pm. This wasn't a close game, in the end, WA got smashed by a loss of around eighty runs. My game wasn't terrific because I was still dealing with my sickness. This put us last on the Round Robin Ladder. Our next game was against Australian Capital Territory. WA was determined to win this game, and so we did, comfortably. Both of our openers scored fifties each and our middle order scored around 40 each as well. My bowling figures in this match were incredible, with me picking up three wickets for just four! This meant that we were now only 2nd place on the ladder with NSW undefeated. VIC and ACT were both at the bottom of the ladder. To qualify for finals, we had to win our next game against Victoria. The game was set and locked the entire time! Every single player was evenly matched up. It looked like an immensely close game. In the end it was me who scored the winning runs. That was probably the best moment of the entire trip!

With this being the last round game, we were in the semi-finals against Queensland. Never in the history of WA cricket have we beaten Queensland in a semifinal. Our WA side was pumped to win. At the start of the match, we were completely dominant, the Queensland team were crumbling into ashes. It looked like we could pull of the win! Unluckily, our batting side collapsed, and we fell short of the required total. This was such a disappointment for us. 2nd or 1st place was out of the window now. We were fighting for third place, against the home territory, Northern Territory. This is the nail-biter we've all been waiting for. Our bowling performance went pretty average, so we were left with a target of 160 runs after forty overs. Our openers and middle order batsmen put on a solid stand requiring us to chase 20 inside the last four overs. While I was still in the middle, I chipped away at the runs slowly narrowing down the target. That's when disaster struck, I was given out LBW to the umpires. It was such a biased call. The umpires obviously wanted their home state to win. Our last to batter narrowed it down so much, that at the end, we needed 1 run, from 1 over, with 1 wicket remaining. At this point it seemed impossible to lose. As

the bowler came running in, we all held our breath. The striker hit the ball into a gap and the duo started to sprint. Unfortunately, our number eleven batter got run out, and the match was tied.

At the Awards Ceremony, the table was a weird one.

1. Queensland (the team we lost to in the semis)
2. New South Wales
3. Northern Territory/ Western Australia (tied match)
4. Northern Territory/ Western Australia (tied match)
5. South Australia
6. Tasmania
7. Victoria
8. Australian Capital Territory

So, this International State competition was definitely one of the most competitive things I've taken part in. I've learnt so many new things, and made so many new friends, this is an experience I'll never forget.

The Lessons I Learnt

-Sreyoshi Sen (Mohor)

"Lily, your phone should be off during class," said the teacher, pulling my phone out of my grasp. I grumbled under my breath as she put it in her drawer. I had just gotten my phone a week before, and ever since then, I haven't been able to think about anything else other than my phone and our one-month trip all around Europe.

Finally! The end of the school day. The blue glow from my phone enveloped my thoughts and mind. I walked down the street, just as I was about to cross the road.

"BEEEP!!!" The man in the car looked angry. "Watch where you're going."

I boarded the bus; its bright blue seat felt cushiony underneath, and the floor was sticky. I scrolled lifelessly through endless videos.

"Um, this is the last stop," the bus driver said. I looked around. Oh no, I had missed my stop! I called my mum and asked her to pick me up. Her voice sounded disappointed; the drive home was silent.

I didn't sleep that night; the alluring addictiveness of my phone kept me from putting it down. "Just ten more minutes," I thought, but slowly ten minutes turned into 30, then 2 hours, and before I knew it, it was seven in the morning. The rest of the day I felt terrible. I tried to stay awake, but I ended up climbing into my bed and sleeping until 2 pm.

I woke up still distorted and groggy from my sleep. The house was eerily quiet. I felt like I was forgetting something. I checked the calendar. MY breath was taken away - OH NO! How could I forget today was our all-round trip to Europe? I was heartbroken. How could I have let this stupid little device swallow up my whole life? I thought about everything I missed - the meetups I missed with friends, the dinners with family, and parties. I felt someone tap my shoulder; it was my mum.

"I thought you had left!" I leapt up to hug her.

"Go get dressed; our flights in two hours," she replied.

That day I realized that we all get caught up in our phones. It's fine, just don't let it consume everything you do. Spend the time you have with your friends, family, and the real world. Do something worthwhile; once you do, you'll start to feel a lot better. Take me as an example. Once I got off the phone and met up with my friends, I started to feel fresher and happier.

FOOD
FESTIVAL
BSPC

Bangali society for Puja & Culture Inc

মঙ্গল শোভাযাত্রা

মঙ্গল শোভাযাত্রা

LEST

FORGET

মঙ্গল শোভাযাত্রা

মঙ্গল শোভাযাত্রা

Drawing by: Prithul Bisshay Bose

Shark Learns A Lesson

- Rayan Dash

Crunch! Munch! Greedy, a very discourteous, obese, Grey White Shark ate everything in its endless sea path. Situated in the depths of the ocean, other devastated sea animals would hopefully beg Gluttonous Greedy for diminutive amounts of food, as they were left with nothing. But, if they did so, they'd be eaten without a second thought. Clever Crab, on the other hand, had been developing a master plan.

"We have to do something about this tragic situation! "Clever ordered to his aghast underwater citizens. "And now! If not, our underwater realm will starve to death!"

Mutters sounded from the aghast, different shaped, aquatic sea animals at the thought of their picturesque realm become the utter opposite. A place with no life in it, what a horrendous thought!

"If this absolute mind-boggling plan works, our world will be saved!" Clever, almost immediately putting up a dangerously, sharp, orange pincher asked," Who will risk their respected live to save our kingdom?"

No one raised a single fin, pincher, or stinger. Everyone, instead of being truly fearless, moved back. Everyone except, Panicky a petrified puffer fish. He did not move back like the other terrified sea animals. He was glued to the very spot, as his mind eagerly raced through his varied thoughts. Not only that, but he was terrified because it could be the fate of their beloved habitats. As it happened to be he was going to be the bait. It worked out! Panicky was also a highly poisonous type of species! As ravenous Greedy ate everything, Panicky was being escorted by a loyal bulky fish guard towards gluttonous Greedy.

Myriads of fish were miserably being devoured at the speed of a cheetah! Guess who the verdict was? Yes, obviously the mountainously greedy shark, Greedy! But boy did he know who he had just eaten! He had eaten the exceedingly, round, toxic puffer fish, Panicky.

"Uhhhh", squealed the ailed shark as his eye lids leisurely closed," Please, I cross my heart, I won't do any of this utter baloney again."

"We'll see about that", retorted Clever reserving a smirk on his face, as he bashed into Greedy's extravagant, peckish, balloon of a stomach with his sharp pinchers. Miraculously, the half-eaten underwater monarchy that had been devoured by the- not-so-greedy-shark came out!

Moral: Don't be greedy.

Drawing by: Shuvraneel Mandal

TAX Returns
Company Audits
GST/BAS Preparation

building wealth for you

CPA
ABS is a CPA Practice

Special deal 4 new clients

Call for a quote
08 9470 3560

Morshed Hasan CPA

ATLAS BUSINESS SOLUTIONS
Auditors & Accountants Australia

461 Albany Hwy, Victoria Park, WA- 6100.
PO BOX 26, PARKWOOD, WA 6147
Tel: 08 9470 3560 (W), Mob: 0474 154 695
E-mail: h.morshedul@atlasbusiness.com.au
www.atlasbusiness.com.au

- We are offering you first consultation free, 10% discount for new clients, best quality services*
- We are providing you personalised services.
- Once you become our client you will get free consultation for future*.
- We are providing advices to grow your business as well as your wealth.

*Conditions apply

Our Services:

Tax Returns for
> Company, Trust, Partnership, Personal
> Self managed superfund
> Rental Property tax

GST/BAS Preparation
> Bookkeeping/Payroll
> Formation of Trust/Company/SMSF
> Tax advice/Tax strategy to minimise tax liabilities
> Business consultation/advice
> Superannuation strategy to save tax

Auditing & Assurance
> External & internal audits
> Public company and other company audits
> Not for profit organisation audits
> Charities and incorporated association audits
> Real estate & settlement agent trust account audit
> Motor vehicle dealers trust account audits
> Strata title and outgoings audits
> Franchise audits
> Schools and Universities accounts/funds audit
> Self managed superfund audit

- Find a suitable business structure that suite you
- Investment property consultation
- Business Tax Planning
- Financial Accounting and reporting
- Fringe Benefit Tax (FBT) calculation
- Our experienced team members are highly dedicated for client and having more than 10 years work experience in accounting industry.

We use advanced tools & techniques to minimise tax liabilities

Special Offers
for New Clients

Express yourself with...

Ananyna's
COLLECTION

Sarees
Salwar Suits
Kurtis
Palazzos
Men's Panjabi
Jewelrry
Leather Bags

View only by Appointment.

CONTACT - Anu 0413161491

LOCATION - 9/88 Broadway
Nedlands 6009

Your LOCAL PARTNER FOR GLOBAL RECRUITMENT

KI INTERNATIONAL RECRUITMENT

WHO WE ARE

KI International Recruitment (KIIR) is a Western Australian based company. With a strong network of overseas recruitment partners, our focus is sourcing staff for the Australian workforce. We provide end-to-end recruitment, sponsorship processing, visa processing and relocation services for your next staff requirement.

OUR GLOBAL RECRUITMENT NETWORK

- South Africa
- United Kingdom
- Singapore
- Indonesia
- Philippines
- Malaysia
- Zambia
- Kenya
- Bangladesh
- UAE
- India
- Vietnam

International Recruitment

We source the right candidate as per your requirements.

Business Sponsorship Processing

Our expert migration agent partners will assist with your sponsorship process.

Work Visa Processing

Our strategic partners will take care of the skill assessment and visa application process.

Relocation and Mobilisation

We can assist with the on-arrival services and relocation process.

MINING RECRUITMENT

AGRICULTURE RECRUITMENT

HOSPITALITY RECRUITMENT

OIL & GAS RECRUITMENT

BUILDING & CONSTRUCTION RECRUITMENT

08 9592 6787 | 0448 093 395 www.kiir.com.au info@kiir.com.au